www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩৮ সংখ্যা, ২৭ আষাঢ়–১ শ্রাবণ ,১৪২১ঃ ১২ জুলাই–১৮ জুলাই,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.38, 12 July -18 July, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

THE UNIQUE
(GOVT. REGD.) TOUR & TRAVELLERS
(L.T.C. / L.F.C. & Insurance Facility)
Organise of Package Tour, Hotel Booking,
Any Gr. Tour, Air / Rly. E-Ticketing,
Luxury Car / Bus & Other Services
(All over India & Overseas)
পূজা ও শীতাকালীন বুকিং : লে-লাদাখ, কাশ্মীর, রাজস্থান, কিন্নর-কল্পা, দার্জিলিং-গাংটক, ডুয়ার্স, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ সহ অন্যান্য স্থানের বুকিং শুরু হয়ে গেছে।
Address : 116, B. B. Ganguly St. (Bowbazar), Kol - 12
Mob.: 9477093885 / 9051935737
E-mail : alokeunique@gmail.com / theuniquetourtravellers@yahoo.com

আতস কাঁচে

মৃত্যু মুখে মাতৃসদন

মহেশতলায় মায়েদের স্বস্তি দিতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় তৈরি হয়েছিল মাতৃসদন। পরিচালনার অভাবে তা আজ নানা রোগে জর্জরিত। রাজনৈতিক চাপানউতোরের বলি হচ্ছেন আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মাতৃসদনের হাল কি ফিরবে?

বিস্তারিত – তিনের পাতায়।

তাপস কা গুস্‌সা

দাদার কীর্তি, গুরুদক্ষিণার নিরীহ সরল চরিত্রটি কি করে মানুষের সামনে ভিলেন হয়ে উঠল, এর পিছনে কি কি ফ্যাক্টর কাজ করল। এবারের পোস্ট এডিটে খোঁজা হয়েছে সেই সব কারণ

বিস্তারিত – চারের পাতায়।

মাঠে নেমেছেন বুদ্ধ

অনেকদিন পর দলবল নিয়ে মাঠে নামলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ডায়মন্ড হারবারে এক জনসভায় তুলোধোনা করলেন মমতার সরকারকে। রাজ্যে ঘটে যাওয়া একের পর এক অপরাধ উঠে এল তালিকায়। কিন্তু সিপিএমের এই হাঁকডাক কতটা আন্তরিক, আদৌ কি বুদ্ধবাবুরা মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পেয়েছেন।

বিস্তারিত –পাঁচের পাতায়।

চলুন মহাবালেশ্বর

মহারাষ্ট্রের অনাঘ্রাত উপত্যকা মহাবালেশ্বর। মহান শিবাজির স্মৃতিবিজড়িত এই 'হিল টপ' না দেখলে সম্পূর্ণ হবে না ভারতদর্শন। ঐতিহাসিক এই পর্যটন কেন্দ্রের হাল হকিকৎ জেনে নিন। বেরিয়ে পড়ুন জয় মহাবালেশ্বর বলে।

বিস্তারিত – ছয়ের পাতায়।

বিপাকে চাষীরা

আবহাওয়াবিদরা যতই মিথ্যা আশ্বাস দিন, বর্ষা আসেনি। বৃষ্টি নামেনি। জেলায় জেলায় চাষীদের মাথায় হাত। চাষ ছেড়ে অনেকেই দিন মজুরে পরিণত হচ্ছেন। সরাসরি চাষীদের মুখ থেকে জানা গেল তাদের অবস্থা, কি ভাবছেন তারা।

পড়ুন – সাতের পাতায়।

শঙ্করী প্রসাদ বসু চলে গেলেন

শুভাশিস চৌধুরী: ২১ অক্টোবর, ১৯২৮ – ৬ জুন, ২০১৪। বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ–নিবেদিতা গবেষক, শঙ্করীবাবু চলে গেলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ওপর তিনি তথ্যপূর্ণ গবেষণার কাজ

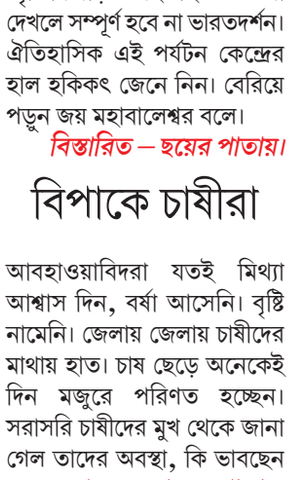

করেছেন। কাজ করেছেন বিদ্যাসাগর, বৈষ্ণবসাহিত্যের ওপর। ক্রিকেটের ওপর তাঁর অসাধারণ কাজ আছে। গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনস্থিত বিবেকানন্দ আর্কাইভের তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। স্বামীজি ও নিবেদিতার ওপরে তিনি এত বড় কাজ না করলে বিশেষ করে নিবেদিতার ওপর তিনি বড়মাপের গবেষণা না করলে আমরা তাঁদের সম্বন্ধে এত বিস্তারিত জানতে পারতাম না। আমার জীবনের সৌভাগ্য বেশ কয়েকবছর তাঁর

এরপর পাঁচের পাতায়

মারাকানায় মারকাটারি

জার্মানির শক্তি

- গ্রুপ লিগে পর্তুগালকে ৪ গোল এবং সেমিফাইনালে ব্রাজিলকে ৭ গোল দেওয়া আক্রমণ বিভাগ
- মুলার, ওজিল , ক্লোজেদের মতো তারকাদের উপস্থিতি

জার্মানির দুর্বলতা

- গ্রুপ লিগে ঘানার মতো দলের কাছে হারতে হারতে বেঁচে যাওয়া
- মাঝে–মাঝে খেলা থেকে খেই হারিয়ে ফেলা

আর্জেন্টিনার শক্তি

- একা লিওনেল মেসি পাল্টে দিতে পারেন গোটা ম্যাচের রঙ
- মারাদোনার উপস্থিতি উজ্জীবিত করছে নীল–সাদা বাহিনীকে

আর্জেন্টিনার দুর্বলতা

- মেসি আটকে গেলে গোটা দল দাঁড়িয়ে পড়ে।
- এখনও পর্যন্ত গোল করায় সাবলীলতা দেখাতে পারেনি তারা।

পারঙ্গম বিশ্বাস

আগামী ১৩ জুলাই ফুটবল দুনিয়ার সবথেকে বড় টুর্নামেন্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল। ফুটবলের মক্কা তথা সংগঠক দেশ ব্রাজিলকে হারিয়ে একদিকে যেমন ফাইনালে গিয়েছে জার্মানি অন্যদিকে হল্যান্ডের গতি রুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে আর্জেন্টিনা। ব্রাজিলের মতো পাঁচ বারের বিশ্বজয়ীকে যেভাবে ৭–১ গোলে হারিয়েছে জার্মানি তা নিঃসন্দেহে মহাজাগতিক বিস্ময় হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এর পিছনে গড়াপেটার অভিযোগও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এমনিতে জার্মানি আট বার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে। সেই নিরিখে মাত্র পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। আর্জেন্টিনা বহু বছর ধরে ফুটবল দুনিয়া কাঁপালেও মাত্র দু'বার বিশ্বকাপ ঘরে তুলতে পেরেছে তারা। ১৯৭৮ সালে নিজেদের দেশে বিশ্বকাপ জেতার পর ১৯৮৬–তে মারাদোনার একক কৃতিত্বে দ্বিতীয় বারের জন্য বিশ্বজয়ীর শিরোপা মাথায় ওঠে তাদের। সেবার ফাইনালে মারাদোনার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা ৩–২ গোলে হারিয়ে দেয় জার্মানিকে। ব্রাউন এবং ভালদানোর গোলে আর্জেন্টিনা ২–০ এগিয়ে যাওয়ার পরেও জার্মান অধিনায়ক কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে জোড়া গোল করে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনে। শেষপর্যন্ত মারাদোনার ডিফেন্স চেরা পাস থেকে দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন বুরুচাগা। ১৯৯০–এ ফের জার্মানির মুখোমুখি হয় মারাদোনার আর্জেন্টিনা। কিন্তু ফাইনালের সেই খেলায় শেষ মুহূর্তের পেনাল্টি গোলে জার্মানি হারিয়ে দেয় আর্জেন্টিনাকে। আজও সেই ম্যাচে হারার জন্য মারাদোনা দায়ী করেন সেই ম্যাচের কুখ্যাত রেফারিকে। এর প্রায় দু'যুগ কেটে যাওয়ার পর আবারও সেমিফাইনালে পৌঁছায় আর্জেন্টিনা।

তারপর হল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে যায় লিওনেল মেসির দল। এই মেসির মধ্যে নীল–সাদা সমর্থকরা আবারও যেন মারাদোনাকে ফিরে পেয়েছে। ১৯৮৬'র বিশ্বকাপ জয়ী দলের সঙ্গে এই আর্জেন্টিনার মিলও অনেক। সেবার একটা মারাদোনার পাশে বাকি সবাই ছিল খুবই সাধারণ প্রকৃতির ফুটবলার। এবারেও মেসির পাশে আগুয়েরো, ডি–মারিয়ারা একইরকম শ্রেণীর ফুটবলার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। এই ফাইনালে সাধারণভাবে জুয়ারিরা অনেকটাই এগিয়ে রাখছে জার্মানিকে। জার্মান দলের হয়ে গোল করার লোক একাধিক। মুলার, ক্লোজে, ওজিলরা সকলেই গোলের মধ্যেই রয়েছেন। তাছাড়া এই বিশ্বকাপের প্রথম থেকেই গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে জার্মানরা। প্রথম ম্যাচেই পর্তুগালকে ৪–০ হারিয়ে যার শুরু হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

আবেগ আছে, যুক্তি নেই জোড়া বাজেটে

পার্থসারথি গুহ

মঞ্চ প্রস্তুত ছিল। তৈরি ছিল মার্জারও। কিন্তু শেষপর্যন্ত বেড়ালের গলায় ঘন্টি পরাতে পারলেন না বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ দেশবাসী। একইসঙ্গে মুষড়ে পড়েছে বণিক মহলও। জনগণ এবং শিল্পপতিরা ধারণা করেছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে সরকারে আসা মোদি সরকার সাহসী বাজেট পেশ করবে। যার ফলে দেশের প্রধান দুই সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি দুর্নীতির বিষবাষ্প থেকে রেলকে রক্ষা করার কোনও রাস্তা দেখানো হয়নি। বাজেটে সারা দেশের মতোই চূড়ান্ত না খুশ পশ্চিমবঙ্গ। রেল বাজেটে যেমন এই রাজ্যকে ব্যাপক বঞ্চনা করা হয়েছে, তেমনি আবার অর্থ বাজেটে রাজ্যের সুদের হার কমানোর দীর্ঘদিনের দাবিকে আমলই দেওয়া হয়নি। উপর্যুপরি এই দুই বাজেটে রেলপথ যোগাযোগ এবং আয়–ব্যয়ের রোজনামচা নিহীত থাকার কথা। পরিবর্তে গালভরা প্রতিশ্রুতি আর স্বপ্ন দেখানো ছাড়া কিছুই

এবং বেকারি দূর হওয়ার দিশা থাকবে। অথচ জেটলি সাহেবের বাজেটে এই দুটি বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই। বিশেষ করে কর্মসংস্থানের দিকটা একেবারেই তমসাচ্ছন্ন। অর্থনৈতিক বাজেটের পাশাপাশি একইভাবে নিরাশ করেছে রেল বাজেটও। আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়ে রেল বাজেটে যাত্রী সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং আধুনিকীকরণে জোর দেওয়া হলেও অবশিষ্ট নেই। তাঁর বিপণন ক্ষমতার গুণাগুণ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। এহেন মোদি প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসার পর নিছক রাজনীতিকরণের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন। এমনটাই বক্তব্য দেশের রাজনৈতিক মহলের। ২০১৫ এবং '১৬ সালে এদেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভার ভোট রয়েছে। সেই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সস্তার

এরপর পাঁচের পাতায়

আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের মান নিয়ে জনগণ চিন্তিত

কুনাল মালিক ● আলিপুর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ডি–রায়পুর অঞ্চলে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প। এই প্রকল্প থেকেই ৯টি ব্লকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে প্রকল্প থেকে যে জল সরবরাহ হচ্ছে তা অত্যন্ত ঘোলা এবং স্বাদহীন। প্রতিটি ব্লক থেকেই আমাদের দফতরে ফোন এসেছে। অনেকেরই প্রশ্ন এই জল নিরাপদ তো? অনেকে আবার বাজার থেকে মিনারেল ওয়াটার কিনে খাচ্ছেন। গত ৭ দিন ধরে এই ধরনের জল সরবরাহ হওয়ায় জনগনের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। অনেকের ধারণা গঙ্গা থেকে যে জল আসছে তাকে ঠিকমতো কেমিক্যাল দিয়ে পরিশুদ্ধ করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সভাপতি স্বপন রায় বলেন, আমি বিষয়টি জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরে জানিয়েছি। তারা বলেছে এই জল সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবুও আমি নিজে জলের নমুনা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি পরীক্ষা করার জন্য। ব্লকের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তুষার সর্দার বলেন, এই জল সম্পূর্ণ নিরাপদ। বর্ষাকালে কোটালের সময় হলে এরকম হয়। তবে জলে ক্লোরিনসহ অন্যান্য উপাদান দেওয়া হচ্ছে। মানুষ নির্ভয়ে এই জল পান করতে পারেন। জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের আধিকারিক নিলাদ্রী ভট্টাচার্য বলেন, রায়পুর গঙ্গায় এইসময় ছোটনাগপুর এলাকার লাল জল ঢুকে পড়েছে। কিন্তু জলে ক্লোরিন ও অ্যালাম সঠিকমাত্রায় প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ঘোলাভাব দূর করা যাচ্ছে না। তবে এই জল স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ। দিন সাতেকের মধ্যে জলের এই সমস্যা মিটে যাবে।

বাস্তব	অবাস্তব
আর্সেনিক মুক্ত জলের জল দিয়ে বেরোচ্ছে ঘোলা দূষিত জল।	আধিকারিক ও জন প্রতিনিধিদের দাবি সম্পূর্ণ নিরাপদ

বিশেষজ্ঞরা বলছেন স্বাভাবিক বৃষ্টি হবে না, মৌসুমীর অপমৃত্যু ঘটেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কয়েকদিন আগে দিল্লির মৌসম ভবন থেকে শুরু করে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের সরকারি আবহাওয়াবিদরা বলেছিলেন বর্ষা এসে গিয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্বাঞ্চলে ঢুকছে। এমনকি বৃষ্টির যে ঘাটতি ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে তাও কিছুটা মিটবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্ষা তো অসেইনি, বরং শরতের ছোঁয়া লেগে গিয়েছে আকাশে বাতাসে। স্থানিক বৃষ্টিপাতে এপাড়া ভিজছে তো ওপাড়া শুকনো। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারি মাহিনা পাওয়া আবহাওয়াবিদরা যতই মিথ্যা কথা বলুন না কেন এ বৃষ্টি সে বৃষ্টি নয়। এই বৃষ্টিপাতে সোনার বাংলা ক্রমশ ধূসর বাংলায় পরিণত হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে বর্ষার ধারা বৃষ্টি পেতে হলে মৌসুমী বায়ুর প্রয়োজন। আর মৌসুমীকে প্রবেশ করাতে গেলে জোরালো টান দরকার। সে টান ভ্রান্ত সরকারি পরিকল্পনায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে মৌসুমী বায়ু প্রবেশের জন্য যে আকর্ষণের প্রয়োজন হয় তা সৃষ্টি করে থর মরুভূমিতে প্রচণ্ড তাপমাত্রার ফলে সৃষ্ট নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপের ফলে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয় তাকে পূরণ করতেই ছুটে আসে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। এই আসার পথে কেরল থেকে মৌসুমী বৃষ্টি ঝড়াতে ঝড়াতে দক্ষিণ–পশ্চিম থেকে এক অংশ পূবে ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের হিমালয়ের পূর্বাংশের পর্বতে ধাক্কা খেয়ে উত্তরে হিমালয়ের তরাই অঞ্চল হয়ে পশ্চিম অংশের দিকে ছুটে যায়। আর এক অংশ বাংলাকে ভিজিয়ে মাত করে দেয়। কিন্তু যেদিন থেকে মরুভূমিকে শষ্যশ্যামল করার কাজ শুরু হয়েছে সেই দিন থেকেই মৌসুমীর অপমৃত্যু ঘটতে শুরু করেছে। আজ সরকারি পরিকল্পনায় থর মুরু তার রিক্ততা হারিয়ে সবুজ হয়ে উঠেছে, সে আর প্রচণ্ড দাবদাহে শূণ্যতা সৃষ্টি করে এমন নিম্নচাপ তৈরি করে না যে, মৌসুমী বায়ু তার গতি পূরণ করার আকর্ষণে ছুটে আসবে। অতএব আবহাওয়াবিদরা যতই ঠাণ্ডা ঘরে বসে উপগ্রহ চিত্র দেখে গণনার মাধ্যমে বর্ষার কথা বলুন না কেন তা মিথ্যাতেই পরিণত হবে।

এখন প্রশ্ন হল সরকার কি একথা বোঝে না? বুঝলেও তারা ব্যবস্থা নেয় না কেন? আবহাওয়াবিদরাই বা একথাকে স্বীকার করেন না কেন? প্রথমত কোটি কোটি টাকা খরচ করে থর মরুর অগ্রগমন আটকাতে যেভাবে সবুজে ঘেরার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা থেকে পিছিয়ে আসা এখন দুষ্কর। পুরো পরিকল্পনাটাকে বাতিল করতে হলে রাজনীতিকদের যে দৃঢ়তার দরকার তা

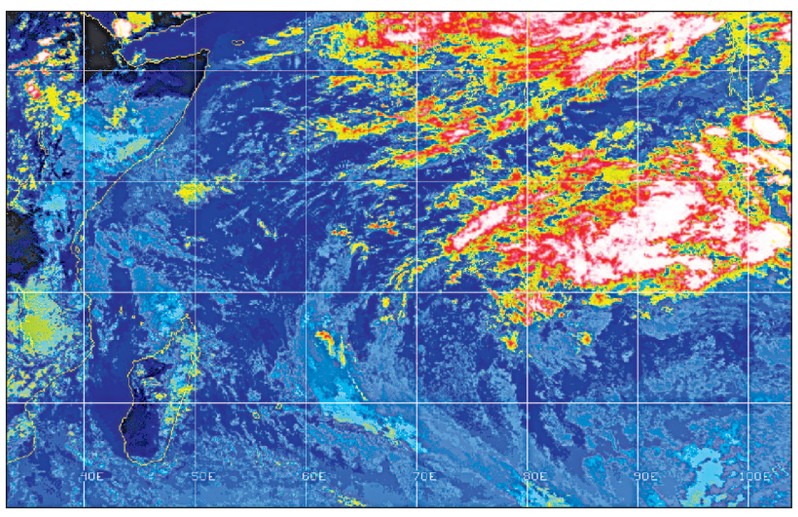

আজকের নেতাদের নেই। তাই তাঁরা প্রতিনিয়ত তাঁদের এই কুকর্মকে ঢাকতে কি করে অন্যভাবে চাষে গতি আনা যায় তার চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু তা হবার নয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক আচরণের বিকল্প প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত আবহাওয়াবিদরাও একথা বোঝেন। কিন্তু স্বীকার করলে চাকরি যাবার ভয়ে চুপ করে থাকেন। তাঁরা শুধু মিথ্যা ধারাভাষ্যকারে পরিণত হয়েছেন। যা ঘটছে তাই বলছেন। আদৌ সঠিক পূর্বাভাষ দিতে পারছেন না। কোনও বিশ্লেষণ নেই। কেন এই জুলাই মাসের মাঝামাঝিতেও বর্ষা আসছে না তার সঠিক কারণ বলতে পারছেন না। এককথায় আবহাওয়া নিয়ে একটা অরাজকতা চলছে। কখনও বলা হচ্ছে বর্ষা আসছে। আবার তা মিললে বিশ্বউষ্ণনায়ণ, এল নিনো প্রভৃতি তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে যা বিশেষজ্ঞদের মতে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যাকে ভ্রান্ত বিজ্ঞানের মোড়কে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এ নিয়ে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

ভারতবর্ষ বহু কেলেঙ্কারি দেখেছে। প্রকৃতি–মৌসুমী–বর্ষা নিয়ে আর এক মস্ত কেলেঙ্কারি চলছে। আলিপুর বার্তা ১৯৮৩ সাল থেকে এই কেলেঙ্কারির ইঙ্গিত দিয়ে আসলেও সাধারণ মানুষ তেমন আমল দেননি কারণ, সমস্যাটা তখনও হাতের বাইরে যায়নি। আজ চরম আকার ধারণ করেছে 'বৃষ্টি কেলেঙ্কারি'।

নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর দাম হুহু করে বাড়ছে বৃষ্টির অভাবে। মানুষ এখন ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু শুধু ভাবলেই হবে না, এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে হবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঘুম ভাঙাতে হবে প্রশাসনের। না হলে নিঃশব্দে মরা ছাড়া গতি নেই।

খরার শিকার দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: আষাঢ় মাস শেষ হতে চলল। এখন জেলার অধিকাংশ ব্লকে চাষের জমিতে জল জমেনি। বীজতলা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় মাঠে কাদা তৈরি করা যাচ্ছে না। আর কিছুদিন গেলে বীজতলাও

আশঙ্কায় কৃষিমহল

নষ্ট হয়ে যাবে। সেই কারণে জেলার আমনধান চাষীদের কপালে চিন্তার ভাজ। শহরাঞ্চলে যতটা বৃষ্টি হচ্ছে গ্রামের দিকে ততটা বৃষ্টি হচ্ছে না। অনেকেই ভাবছেন জেলা কি এবার খরার শিকার? দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কৃষি তথ্য আধিকারিক প্রতুল দাস জানালেন, জেলায় দু'সপ্তাহ আগে ২০ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি ছিল। সেটা কিছুটা কমেছে। খরা পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। আমরা ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সামগ্রিক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করব। আশা করা যাচ্ছে বৃষ্টির সমস্যা মিটে যাবে। আমাদের প্রতিনিধি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন ব্লকে চাষীদের সঙ্গে কথা বলে যে চিত্র পেয়েছেন তা কৃষির পক্ষে সত্যিই ভয়ানক। আর কয়েকদিনের মধ্যে যদি বর্ষার বৃষ্টি না নামে, তাহলে বহু চাষীকে না খেতে পেয়ে মরতে হবে। সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের উপর পড়বে বড়ো প্রভাব। ইতিমধ্যে বহু চাষী চাষ ছেড়ে অন্য কোনও পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। এখনও যারা চাষ করছেন তারাও অন্য চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো যন্ত্রণা দিচ্ছে আবহাওয়াবিদ্‌দের কূটকচালি।

শেয়ার কেনাও রীতিমতো শিল্প

শুদ্ধাশিস গুহ

গত সংখ্যায় আমরা জেনেছি শেয়ার বাজার বলতে কি বোঝায়। অর্থাৎ অন্য কোনও বাজারের মতো এখানে যে আলু–পটল বা মাছ–মাংস বিক্রি হয় না তা নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে পাঠকের কাছে। সাধারণ জনমানসে শেয়ার বাজার সম্পর্কে যে ভীতি রয়েছে তা যে অমূলক সেটা নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে। আসলে মানুষ যেরকম আর পাঁচটা ব্যবসা বাণিজ্য করে তেমনই এই শেয়ার বাজারও একটি লাভজনক ব্যবসা। তবে হ্যাঁ, এর সম্পর্কে পড়াশোনা না করে নামলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। শেয়ার বাজার সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য এখন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের খুব একটা পরিচিতি নেই। বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের এই কলকাতা শহরেও শেয়ার বাজার নিয়ে পড়াশোনা করান। তাদের কাছে শিখতে পারলে ভবিষ্যতে নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করা সম্ভব। তাই ফাটকাবাজদের পাল্লায় না পড়ে সঠিক ব্যক্তির সাহায্যে এই বাজারে লেনদেন করা উচিত। যে কোনও ব্যবসার মতো শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রেও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল শেয়ার কেনা। আপনি যে কোম্পানির শেয়ার কিনছেন তার সম্পর্কে বিস্তারিত না জেনে এর–ওর কথায় ভুলে কিছু কেনা উচিত নয়। তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এটা আমাদের কথা নয়। দীর্ঘদিন ধরে শেয়ার বাজারে লগ্নি করে যাদের চুল রীতিমতো পেকে গিয়েছে সেইসব পক্বকেশ মানুষেরই সাবধানবাণী এটি। এমনিতে দেখা যায়, কোথাও যদি ট্রেডিং করতে যাওয়া হয় সেইসব স্বীকৃত সংস্থার দফতরে লেখা থাকে এইসব নিয়মাবলী। কীভাবে শেয়ার কিনতে হয়, ডিম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট কাকে বলে, প্রতারকদের থেকে দূরে থাকা, গুজবে কান না দেওয়া ইত্যাদি সব সতর্কতা জারি থাকে। শুধুমাত্র এইসব সতর্কতার জন্যই নয়, শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে নিজস্ব বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত জরুরি। নচেৎ বোকা বনতে হয়। অনেকটা এখনকার একটি মোবাইল সংস্থার জনপ্রিয় সঙ্গীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলতে হয় এই বাজারে ভুল করলে 'উল্লু হতে হয়'। সবকিছুর উত্থান–পতন রয়েছে। একইভাবে শেয়ার বাজারেরও উন্নতি এবং মন্দা দুই পরিলক্ষিত হয়। এই তো ২০০৮ সালের প্রথম দিকে ভারতীয় শেয়ার বাজার তেড়েফুঁড়ে উঠে পৌঁছে যায় ৬০০০'র গণ্ডিতে। একইভাবে সেনসেক্স পৌঁছে গিয়েছিল ২৩০০০।

সেই ভারতীয় সূচক বিশ্ব অর্থনীতির প্রবল মন্দার হাত ধরে হু হু করে নেমে আসে যথাক্রমে নিফটি ২০০০'র ঘরে এবং সেনসেক্স ৭০০০'র ঘরে। অর্থাৎ একইবছর শিখর থেকে ভূমিতে পতিত হতে হয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারকে। সেই সময় বিক্রেতাদের মধ্যে গেল গেল রব উঠেছিল। হাতে কোনও কিছুই ধরে থাকতে চাইছিলেন না তারা। ফলে বাজারে ক্রমশ ধ্বস নাম ছিল। এই দুর্যোগের সময় যে সব মানুষ বুদ্ধি করে কম দামে ভাল শেয়ার কিনেছিলেন আজকের প্রবল উন্নতির বাজারে তার ফসল তুলছেন তারা। এখন ভারতীয় শেয়ার বাজার যেরকম তুঙ্গে রয়েছেন তা সর্বকালের রেকর্ড। নিফটি সাড়ে ৭০০০'র ঘর ছাপিয়ে গিয়েছে, সেনসেক্স পার হয়ে গিয়েছে ২৬০০০'র ঘর। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং নিফটির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। এই ভরা বাজারে বহু মানুষ অনেক দামে শেয়ার কিনছেন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এতটা উঁচুতে বাজার থাকাকালীন শেয়ার না কিনে আর একটু সংস্কারের জন্য অপেক্ষা করা। বাজারে যদি একটু পতন আসে তখন এইসব শেয়ার অনেকটাই কম দামে কেনা যাবে। এমনিতে ব্যাঙ্কিং শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শেয়ারের মর্যাদাই আলাদা। এর মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি দু'ধরনের ব্যাঙ্ক রয়েছে। সরকারি ব্যাঙ্কের থেকেও বেসরকারি ব্যাঙ্কে লগ্নি করলে অনেক সময় বেশি অর্থ লাভ করা যায়। তাও নিরাপত্তার দিক থেকে বিচার করলে সরকারি ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনা অনেক নিরাপদ। ব্যাঙ্কের পাশাপাশি পরিকাঠামো, ওষুধ, রিয়েল এস্টেট, ধাতু, তেল জাত শেয়ারে বিনিয়োগ করা এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ। এছাড়াও ভাল শেয়ারের মধ্যে ধরা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে। এইসব সেক্টরে অনেক সরকারি সংস্থা রয়েছে। আছে নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত শেয়ারও। কিন্তু এদের ছাপিয়ে যায় বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাত্রা। ভারতীয় শেয়ার বাজারের উত্থানের পিছনে যত না ভারতীয়দের কারসাজি রয়েছে বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থা বা এফআইআইদের অবদানও কোনও অংশে কম নয়। কথিত আছে, বিদেশিরা কিনলেই বাজার বাড়ে, ওরা বিক্রি করলে বাজার পড়ে যায়। শেয়ার কেনার সময় দুটি বিষয়ে আলোকপাত করতে হয়। এক নম্বর, যে শেয়ার কিনছেন তার ফান্ডামেন্টাল পরিচিতি বা সেই সংস্থার গুরুত্ব কতটা সেটা দেখে নেওয়া। একইভাবে টেকনিক্যালস–এর উপর ভিত্তি করে দেখে নিতে হয় ক্রয়যোগ্য শেয়ারের এক বছরের রেকর্ড। অর্থাৎ এর মধ্যে তা কত দূর বিস্তৃত হয়েছিল বা অবতরণ করেছিল। দুটোই দেখে নিতে হয়। তবে গিয়ে বাজারে বোকা বনতে হয়না। তাই শেয়ার বাজারে নামার আগে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে সঠিক দামে পণ্য কেনার দিকে নজর দিতে হয়।

সোনে পে সুহাগা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেয়ার বাজারের প্রবল উত্থানের সময় সোনার দাম কিন্তু খুব একটা নড়চড় করছে না। অন্তত শেয়ার কিনতে গিয়ে হাতের সোনা বিক্রি করছেন না লগ্নিকারীরা। এর ফলে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে সোনার দাম। এমনিতে এই হলুদ রঙের ধাতুটি মাঙ্গলিক বা বৈবাহিক কাজের ক্ষেত্রে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। সোনার দাম যতই ঊর্ধ্বমুখী হোক, সাধারণ মানুষ ঘটি–বাটি বেচেও সোনা কিনে থাকেন। বিশেষ করে ঘরের মেয়ের বিয়ে হলে তো কথাই নেই। এই মুহূর্তে সোনা যেরকম শিখরে আহরণ করছে তাতে করে সাধারণের অনেকটাই নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে এর দাম। অথচ মাত্র কিছুদিন আগেই দশ হাজারেরও নিচে ঘোরাফেরা করত সোনার দাম। সেই সোনাই এখন অগ্নি মূল্য। সব জিনিসের যেরকম একটা নিয়ম আছে সেই বিধি মেনে উত্থানের পর পতনও থাকা উচিত। শেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বিশাল উত্থানের পর রসাতলে তলিয়ে গিয়েছে বাজার।

যেসব শেয়ারের দাম তিন অঙ্কের বা চার অঙ্কের ছিল তা চলে এসেছিল জলের দরে। সোনার ক্ষেত্রেও হয়ত কিছু আশাবাদী মানুষ ধারনা করেছেন যে, শেয়ার বাজার যখন বাড়ছে তখন হয়ত অনেকটাই কমবে সোনার দাম। কিন্তু এখানেই 'আশায় মরে চাষা'র অবস্থা হচ্ছে সাধারণ মানুষের। সাধ আর সাধ্যের মধ্যে ফারাকটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সোনা যে আর কুড়ি বা বাইশ হাজারের নিচে আসবে না তা নিয়ে নিশ্চিত বিশেষজ্ঞরা। বরং এদের ধারনা শেয়ার বাজারের উত্থান পর্ব থামলে আরও একবার দৌড় মারবে সোনার দাম। সেক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ হাজার বা চল্লিশ হাজারেও পৌঁছে যেতে পারে ভরি প্রতি সোনার দাম। তাই যাঁরা অদূর ভবিষ্যতে সোনা কিনতে চাইছেন তাঁদের উচিত এখন থেকেই সঞ্চয় করা। তাহলে ভবিষ্যতে ভাল দাম পাওয়া যেতে পারে।

সোনা এমনই একটি ধাতু যার বাজার মূল্য কমবে তো নাই বরং দিনে দিনে এর চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে বাঙ্গারামের বাগানের মতো হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া সোনার জন্য হা–হুতাশ করতে হবে মধ্যবিত্তকে। এবার জেনে নেওয়া দরকার শেয়ার বাজারে কীভাবে সোনা কেনা যায়।

একজন সাধারণ মানুষ শেয়ার কেনার জন্য যেভাবে বাজারে ডিম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খোলেন সেই একইভাবে সোনার ক্ষেত্রেও কমোডিটির সাহায্য নিতে হয়। এখানে হয়ত হাতে হাতে সোনা পাওয়া যায় না, কিন্তু যে শংসাপত্র হাতে থাকে তার ভিত্তিতে সোনার মালিকানা পাওয়া সম্ভব। এভাবেই সোনার বাজারে নিজের ভিত শক্ত করতে হয়। শেয়ার কেনার পাশাপাশি সোনাও যদি কিনে রাখা যায়, তবে কখনই ঠকবেন না আপনি। এটা কোনও ভবিষ্যৎবাণী নয়, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এটা।

চারুকলা এবং কারুকার্য যখন ভবিষ্যতের সোপান

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিল্পের চাহিদা বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে শিল্পের কদর। এদেশে চারু ও কারুকলা শিক্ষা এখন আন্তর্জাতিক মানের। ফলে শিল্পকলা ক্ষেত্রের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন জায়গায় কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কাদের কোথায় কেমন কাজের সুযোগ বাড়ছে সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও শিল্পকলার বিশেষজ্ঞরা।

নামি কোম্পানির অফিসের দেওয়াল থেকে গ্রামের কোনও বাড়ির কুলঙ্গি, ঘরের নান্দনিক সৌন্দর্য বাড়াতে শিল্পসামগ্রীর চাহিদা এখন সর্বত্র। অনুষ্ঠানে উপহারের ক্ষেত্রেও আজ নতুন প্রবণতা হল হস্তশিল্প সামগ্রী উপহার হিসেবে দেওয়া। তাই নানানদনিক সৃষ্টির চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শুধু এদেশে নয়, এ রাজ্যের হস্তশিল্প ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর চাহিদা বিদেশেও বাড়ছে। ফলে শিল্পকলা নিয়ে পড়াশোনা করা ছেলেমেয়েদের সামনে এখন নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। শুধুমাত্র সরকারি বা বেসরকারি চাকরি নয়, সুযোগ আছে নিজস্ব স্টুডিও তৈরি করার ও দেশে–বিদেশে প্রদর্শনী করে শিল্প সামগ্রীর বিপণন করার। ছবির জগতে যাঁরা আছেন, তাঁরা না পারলেও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয় না।

শিল্প কী:

শিল্প ও চারুকলার সংজ্ঞা নিয়ে নানা জনের নানা মত। এক কথায়, মনের ভাব নান্দনিকভাবে কোনও মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হল শিল্প। তাই কারু ও চারুকলা বলতে শুধুমাত্র ছবি আঁকা বা পাথর কেটে মূর্তি তৈরি করা নয়। এসবের পাশাপাশি আছে নানান শাখা–প্রশাখা। যেমন ভারতীয় ঐতিহ্যের চিত্রকলা, পাশ্চাত্য চিত্রকলা, ভাস্কর্য চারুকলা, পোশাকের নক্সা, দারু ও চর্মশিল্প, মাটি ও চিনামাটির কাজ আর ফলিত শিল্প। এছাড়াও আছে প্রিন্ট মেকিং ও দেওয়াল শিল্প (মুরাল)। এই তালিকায় নতুন সংযোজন হয়েছে ফ্যাশন ডিজাইনিং ও অ্যানিমেশন। কাজের বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে শিল্পকলা এখন নানা শাখায় পল্লবিত হয়েছে।

শিল্পী হতে গেলে:

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরি জানান, কবি কে হবেন তা যেমন বলা যায় না, তেমন কে শিল্পী হবেন তাও বলা যায় না। লেখা শিখে যেমন কবি, সাহিত্যিক হওয়া যায় না তেমনি প্রশিক্ষণ নিয়ে কখনই বড় শিল্পী হওয়া যায় না। সাধারণ মানের শিল্পীদের জন্যই দরকার প্রশিক্ষণ। গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানান, ট্রেনিং দিয়ে মকবুল ফিদা হুসেন বা গণেশ পাইন যে তৈরি করা যায় না, তা যেমন সত্যি, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে একজন হবু শিল্পীকে তাঁর কাজের প্রকরণ পদ্ধতি শেখানো যায়, যা দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে জরুরি। কাজ পেতে হলে এই প্রাতিষ্ঠানিক ছাড়পত্র কিন্তু জরুরি। তার গুরুত্বও কম নয়।

কারা ভর্তি হতে পারেন:

শিল্প ও চারুকলায় ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স এমনকী, পিএইচডি পর্যন্ত করা যায়। যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকায় সহজাত দক্ষতা থাকলে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। সংস্থাভিত্তিক বয়স হতে হবে ২৩ বছর থেকে ২৫ বছর। উচ্চমাধ্যমিকের ফল বেরোনর পরই ভর্তির বিজ্ঞপ্তি বেরোয়। তখন আবেদন করবেন। ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় থাকে লিখিত পরীক্ষা ও ছবি আঁকার দক্ষতার পরীক্ষা। শেষে নেওয়া হয় ইন্টারভিউ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলে বিভিএ(ব্যাচেলর ইন ভিসুয়াল আর্টস) /বিএফএ (ব্যাচেলর ইন ফাইন আর্টস) কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। ডিগ্রি কোর্সে পাশ করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি (এমভিএ/এমএফএ)কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। মাস্টার ডিগ্রির পর করা যায় পিএইচডি।

কী কী বিষয় পড়তে হয়:

ডিগ্রি কোর্স ৪ বছরের আর মাস্টার ডিগ্রি কোর্স ২ বছরের। ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছরে ফাউন্ডেশন কোর্সে সব বিষয় পড়তে হয়। এরপর নিজেদের ক্ষমতা ও পছন্দমতো একটি বিষয় বেছে নিতে হয় ও পরের ৩ বছর সেই বিষয়টি (স্পেশালাইজেশন) নিয়ে পড়তে হয়। বিষয় নির্বাচন করা কিন্তু এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কারও হয়ত রঙ বা স্কেচে দক্ষতা থাকে, আবার কারও আগ্রহ থাকে ভাস্কর্য গড়ায়। আগ্রহ প্রবণতা দেখে স্পেশালাইজেশন বিষয় বাছতে হয়। তবে গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তির সময় বিষয় নির্বাচন করে নিতে হয়। শিল্প ও চারুকলার কোর্সে পড়ানো ও শেখানো হয় এইসব বিষয় – পেন্টিং (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য স্টাইল), মডেলিং স্কাল্পচার, গ্রাফিক ডিজাইন ও অ্যাপ্লায়েড আর্ট, সেরামিক ও পটারি, প্রিন্ট মেকিং মুরাল, উড অ্যান্ড লেদার ডিজাইন ও ফার্নিচার ডিজাইন।

প্রতিষ্ঠান ও কাজের চাহিদা:

গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটের অধ্যাপক অরূপ দাস বলেন, শিল্প ও চারুকলার পেশায় উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়তে হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে ভর্তি হতে হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্বীকৃত সব প্রতিষ্ঠানেই পড়াশোনার সিলেবাস ও মান একই। এ রাজ্যে কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটিমাত্র আর্ট কলেজ হল গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট। ১৮৫৪ সালে গরানহাটায় এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। এরপর ১৮৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটি অধিগ্রহণ করেন। প্রথমে আর্টে ডিপ্লোমা দেওয়া হত।১৯৮৩ সালে ডিগ্রি কোর্স ও ১৯৯৯ সালে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। নন্দলাল বসু, চিন্তামণি কর, সুনীল দাস'র মতো বিখ্যাত শিল্পীরা এই কলেজের ছাত্র। তবে বর্তমানে এই কলেজের মূল সমস্যা হল পড়ানোর জন্য যথেষ্ট শিক্ষক নেই। মোট ৫৪টি শিক্ষক পদ থাকলেও এই মুহূর্তে মাত্র ২৩ জন শিক্ষক আছেন। শিক্ষার পরিবেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা হলে অনেক ছাত্রছাত্রীর আগ্রহ থাকে বিশ্বভারতীতে শিল্পকলা নিয়ে পড়াশোনা করা। বিদেশে ফাইন আর্টসের কোর্স সবচেয়ে ভাল। পড়ানো হয় ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, ইতালি, স্পেন ও মেক্সিকোয়। এইসব দেশে ভর্তি হতে হলে নিজের পোর্টফোলিও জমা দিতে হয়। এ ব্যাপারে বিশদভাবে জানতে হলে ইন্টারনেট সার্ফ করতে পারেন।

কাজের বাজারে ট্র্যাডিশনাল পেন্টিং ও স্কাল্পচারের পাশাপাশি কমার্শিয়াল আর্টের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কাজের সুযোগ আছে এই ২টি ক্ষেত্রে: ১) ডিজাইনিং– ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং, মুরাল ডিজাইনিং, সেরামিক ডিজাইনিং কমিউনিকেশন ডিজাইনিং, ২) গ্রাফিক্স: ফটোগ্রাফি, রেটারিং টাইপোগ্রাফি, প্যাকেজিং, বুক জাকেট ও কভার, ব্রসিওর, লোগো আর সংবাদমাধ্যমে গ্রাফিক্সের কাজ।

কোথায় কোথায় পড়ানো হয়:

১) গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, ২৮ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা–১৬। ফোন–(০৩৩) ২২৮৬১৬২৭। কোর্স–বিএফএ, এমভিএ ও পিএইচডি। বয়স হতে হবে ১–৭–২০১৪'র হিসেবে ২৩ বছরের মধ্যে। এমভিএ কোর্সের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে বিভিএ বা বিএফএ কোর্স পাশ।

২) ফ্যাকাল্টি অফ ভিসুয়াল আর্টস, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬এ, বি.টি. রোড, কলকাতা–৫০। কোর্স– বিভিএ, এমভিএ। ফোন– (০৩৩) ২২৫৭৩০২৮।

৩) কলাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, পিন–৭৩১২৩৫। কোর্স– বিভিএ, এমভিএ,। এখানে পেন্টিং, শিল্পের ইতিহাস, মুরাল, গ্রাফিক আর্ট, স্কাল্পচার, ডিজাইন (সেরামিক, টেক্সটাইল) বিষয়গুলি পড়ানো হয়।

৪) ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ড্রাফটসম্যানশিপ, ৭২ দমদম রোড, কলকাতা–৭৪। ফোন– (০৩৩) ২৫৫৯০১২৮। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এই প্রতিষ্ঠানে দিবা ও সান্ধ্য বিভাগে পড়াবার সুযোগ আছে। কোর্স– বিভিএ, এমভিএ।

৫) কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন, সৃজনী আর্ট কমপ্লেক্স, কৃষ্ণসায়র, ইকো গার্ডেন, বর্ধমান–৭১৩১০৪। এখানে বিভিএ কোর্সে পেন্টিং, অ্যাপ্লায়েড আর্ট পড়ানো হয়। ডিপ্লোমা কোর্সে শুধুমাত্র অ্যাপ্লায়েড আর্ট পড়ানো হয়।

৬) বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজ, চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। ফোন–৯৪৩৪৬২১৬৩৬। কোর্স–বিএফএ।

৭) কল্যাণী টেকনোলজি আকাদেমি (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত), বি–১১/১৪৯ কল্যাণী, নদিয়া। ফোন—৯৯০৩৭১৯১৫৯। কোর্স–২ বছরের ডিপ্লোমা ইন ফাইন আর্টস (পেন্টিং)।

এছাড়াও মেদিনীপুর আর্ট কলেজ, চাঁদপাড়া ইন্দিরা কলাসঙ্গীত আকাদেমি ও গড়িয়ার ভবানীপুর আর্ট কলেজে বিভিএ কোর্স পড়ানো হয়। এই কলেজের কোর্সগুলি মধ্যপ্রদেশের খয়রাগড় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত।

রাজ্যের বাইরে:

১) এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি, ২) অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি, বিশাখাপত্তনম, ৩) ব্যাঙ্গালোর ইউনির্ভার্সিটি, ব্যাঙ্গালুরু, ৪) গুজরাত ইউনিভার্সিটি, আমেদাবাদ, ৫) গুরু নানক ইউনিভার্সিটি, অমৃতসর, ৬) নাগপুর ইউনিভার্সিটি, নাগপুর, ৭) পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, চণ্ডীগড়, ৮) দিল্লি ইউনিভার্সিটি, দিল্লি, ৯) চেন্নাই ইউনিভার্সিটি, চেন্নাই, ১০) মুম্বই ইউনিভার্সিটি, মুম্বই।

কেরিয়ার গাইড

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ জুলাই–১৮ জুলাই,২০১৪

মেষ: পূর্বের দায়িত্বমূলক কাজগুলি এখন করতে পারেন। সফলতা পাবেন, গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ ও গৃহে শুভানুষ্ঠানেরও যোগ রয়েছে। বন্ধু বা মাতৃস্থানীয়ার যথেষ্ঠ সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

বৃষ: পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে আপনার ক্ষতি করার জন্য। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সুন্দর মানসিকতার জন্য সুনাম পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

মিথুন: একদিকে যেমন আপনি সুনাম, যশ বজায় রাখতে পারবেন, তেমনি অন্যদিকে পরিবেশের মধ্যেই প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। তীর্থ ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

কর্কট: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক অসাধ্য কাজ আপনি অতি সহজেই করে ফেলতে পারবেন। ধর্মীয় বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। শিক্ষায় শুভ ফলের আশা করা যায়। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: বুদ্ধি করে চলতে পারলে ভালই ফল পাবেন। শুভ কাজে অর্থ ব্যয়। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলে বাধা আসবে। দায়িত্বমূলক কাজে মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে গোলযোগ দেখা দেবে।

কন্যা: শিক্ষায় অশুভের মধ্যেও শুভ হবে। আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সৎগুরু লাভের যোগ রয়েছে , লেখাপড়ায় শুভ হবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ দেখা যায়।

তুলা: স্থান পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। অন্যের কথায় রাগ হয়ে যাবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। ভাগ্যের উন্নতি ঘটবে। কর্মস্থলে শুভ হবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। আয় ভালই হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ।

বৃশ্চিক: স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। আয় আগের তুলনায় বাড়বে দায়িত্বমূলক কাজে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। ধর্মের বিষয়ে উন্নতি হবে। এই সময় দীক্ষা নিলে শুভ হবে। কর্মস্থলে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে।

ধনু: আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। বিবাদ–বিতর্ক এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। কর্মস্থলে কোনও না কোনও সমস্যা থাকবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুঝে চলবেন।

মকর: ধীরে ধীরে সময়টি ভাল আসছে, ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়। তবে আয় সামান্য বাড়বে। সন্তান–সন্ততির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় ফল লাভ হবে।

কুম্ভ: নতুন বন্ধু লাভ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে বাধা থাকলেও অর্থ পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পড়ে গিয়ে রক্তপাতের যোগ রয়েছে।

মীন: পাড়া প্রতিবেশী বা বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা আসবে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। নতুন কর্মলাভ অথবা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

জিএসটি চালু করতে উদ্যোগী মোদি সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পণ্য এবং পরিষেবা কর দ্রুত চালু করতে রাজ্যগুলি বহুদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করছে। এতদিন এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার (ইউপিএ–১ এবং ২) কোনওরকম কর্ণপাত করেননি। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই ব্যাপারে তারা যথেষ্ট দায়িত্বশীল হয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। সেখানেই এই ব্যাপারে দ্রুত জট ছাড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা হয়। পণ্য এবং পরিষেবা কর বা সংক্ষেপে জিএসটি নিয়ে মোটামুটিভাবে সরকারের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এই সরকার আন্তরিকভাবেই সমস্যা দূর করার চেষ্টা করছে। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ জানান, পরোক্ষ করে এই ব্যবস্থা চালু কবে চালু হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

তাদের অন্য রাজ্যের অর্থমন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রীরা সহমতে পৌঁছানোয় আশা করা যায়, সদর্থক কিছু করা সম্ভব হবে। এর জন্য সংবিধান সংশোধন করা হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, জিএসটি চালু করার বিষয় নিয়ে অনেকটা এগনো গিয়েছে। শীঘ্রই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যগুলিকে কিভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে সে ব্যাপারে অবশ্য পরিষ্কার কিছু জানাননি মন্ত্রী। জিএসটি গ্রাহকদের একাধিক কর গোণার পরিবর্তে কেবলমাত্র একবারই রাজস্ব দিতে হবে। জিএসটি চালু করা মোদি সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলেও জানা গিয়েছে। সরকারের আশা, জিএসটি চালু হলে ২থেকে ৩ শতাংশ উৎপাদন বেড়ে যাবে। ফলে সার্বিকভাবে উপকৃত হবে ভারতীয় বাজার। দেশের জিডিপি তুঙ্গে উঠবে, সবদিক থেকে ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে। জম্মু–কাশ্মীরের অর্থমন্ত্রী আব্দুল রহিম বলেন, সব রাজ্যই চাইছে, জিএসটি চালু হোক। ভারত সরকার এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেও মনে হচ্ছে, এই মন্ত্রীর। উল্লেখ্য, কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের শাসনে এই ব্যাপারে নীরব ছিল মনমোহন–চিদম্বমরা।

সেদিক থেকেও বিজেপি সরকার বাস্তবমুখী পথে হাঁটছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অবশ্য এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার কোনও দিশা পাননি। তিনি মনে করেন, এই ব্যাপারে আরও স্বচ্ছতা আনতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। তবেই সার্বিকভাবে এই জিএসটির রূপায়ণ করা সম্ভব হবে।

আশা জাগিয়েও মৃত্যু পথযাত্রী মহেশতলা মাতৃসদন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার একেবারে লাগোয়া প্রাচীন জনপদ মহেশতলা পুরসভা হয়েছে অনেকদিন। তিন লক্ষের বেশি মানুষের বাস এখানে। এহেন মহেশতলায় সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র বলে কিছুই নেই। সবই বেশি দামের নার্সিংহোম। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রসূতি মায়েদের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের আইপিপি–৮ প্রকল্পের টাকায় গড়ে ওঠা মহেশতলা মাতৃসদন। যেটা নাকি গর্বিত করে এখানকার শাসক দলের জনপ্রতিনিধিদের। গত লোকসভা ভোটের প্রচারে তাই মহেশতলার বিধায়িকা কস্তুরী দাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে বড়াই করে বলেছিলেন, পূর্বতন সরকার মহেশতলা মাতৃসদনকে আস্তাকুড়ে পরিণত করেছিল। বর্তমান সরকার উন্নতির মাধ্যমে একে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

সেই বক্তব্যের সূত্র ধরে পৌঁছালাম মহেশতলা মাতৃসদনে। দেখলাম বর্তমান সরকার এই মাতৃসদনটিকে এতটাই উন্নতির পথে নিয়ে গিয়েছে যে মায়েরা এখানে শিশুর জন্ম দিতে আসতে কোনওভাবেই ভরসা পান না। বর্তমানে তিরিশটির মতো বেড থাকলেও সাকুল্যে দু–তিন জন রোগীর দর্শন মেলাও ভার। রোগী ও তার বাড়ির লোকজনদের মতে এর মূল কারণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যন্ত্রপাতির ঘাটতি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের অভাব। এমনকী সবসময়ের জন্য কোনও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বা আরএমও নেই। নেই কোনও স্থায়ী অ্যানাসথেটিস্ট। এমনকী খাওয়া–দাওয়ার জন্য কোনও ক্যান্টিন পর্যন্ত নেই। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবারও দৈণ দশা। এরই মধ্যে প্রচারের জন্য খোলা হয়েছে জরুরি পরিষেবা। যেখানে রাত্রিবেলা কোনও প্রসূতির জরুরি অ্যাম্বুলেন্স চাইলেও পাওয়া যাবে না। অথচ বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র সীমার নিচে ও আর্থিক সংকটে থাকা পরিবারগুলিকে প্রসূতিকালীন মায়েদের ও সদ্যজাতদের সঠিক চিকিৎসা ও যত্ন দেওয়া। এখন সেই উদ্দেশ্য জলাঞ্জলি দিয়ে মাতৃসদন হয়ে উঠেছে রাজনীতির আখড়া।

মহেশতলা মাতৃসদনের বর্তমান অবস্থা যে কোনও অমূলক অভিযোগ নয় তা প্রমাণ হল পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ আলির কথায়। তিনি বলেন, 'এত কম টাকায় কে থাকবে? তাছাড়া অ্যানাস্থেটিস্টের কাজ হল অপারেশনের পর রোগীকে বেডে তুলে সুস্থ করে তোলা। কিন্তু তার আগেই তারা চলে যায়। তাদের সময় হলে তবেই তারা দেখে, না হলে অন্য কোথাও বা নিজেদের নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দেয়।' স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া যদি এমন হয় তবে সাধারণ রোগীদের অভিজ্ঞতা কেমন তা সহজেই অনুমেয়।

পুরসভার সচিব সজল সুরের গলাতেও হতাশার সুর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এখানে ডাক্তার ছাড়াও ২৪ ঘন্টা মেডিকেল অফিসার আছেন। যে তিনজন ডাক্তার আছেন তাদের অধীনে আউটডোরে প্রচুর প্রসূতি মহিলা দেখাতে আসলেও প্রসব করাতে আসেন না। আরও একটা সমস্যা আছে। প্রচুর টাকা মাহিনা দিয়ে ডাক্তার রাখতে পারছে না পুরসভা। এছাড়া অ্যানাস্থেটিস্টের সমস্যাও রয়েছে। রাত্রিবেলা অপারেশনের জন্য রোগী এলে তাদের অন্য কোথাও রেফার করে দেওয়া হয়।' বেশ বোঝা গেল মাতৃসদন আসলে ডাক্তারদের রোগী ধরার কেন্দ্র।

মাতৃসদনের প্রাক্তন ডাক্তার ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ডাঃ রমেন বাগচির মতে, আগে গড়ে তিন–চারটি করে অস্ত্রোপচার হত। নিয়মিত অ্যানাস্থেটিস্ট না থাকলেও একটা প্যানেল করা হয়েছিল। ডাকলেই তারা চলে আসতেন। মহেশতলা একটা বিরাট এলাকা। এখানে একটা ভাল হাসপাতাল, বিশেষ করে প্রসূতিদের জন্য হাসপাতাল খুবই প্রয়োজন। মাতৃসদনের বর্তমান অবস্থা বলতে পারব না। তবে হাসপাতালের মেটারনিটি ওয়ার্ডে রাউন্ড দ্য ক্লক মেডিকেল অফিসার ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ থাকা খুব জরুরি। আগে এখানে পরিকাঠামো খুব ভাল ছিল। আগের মতো উপদেষ্টা পর্ষদ থাকলেও খুব ভাল হয়।'

ছবি: সৌমিতা চৌধুরী

মহেশতলা প্রাক্তন পুরপ্রধান কালী ভাণ্ডারি এ প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের সময় হাসপাতালটির অবস্থা ভালই ছিল। এখনকার অবস্থা খুব খারাপ। আগে অনেক রোগী হত। সরকারের স্বাস্থ্য দফতর থেকে টাকা আসত এবং উপদেষ্টা পর্ষদও ছিল। সরকার ছাড়াও পুরসভার টাকায় একজন সুপারভাইজার রাখা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও ছিল।' আলীবাবু যাই বলুন না কেন স্থানীয় মানুষের মাতৃসদনে ক্ষয় ধরেছিল আগেই। এখন তা উত্তরোত্তর বেড়েছে।

এর উপর গোদের উপর বিষফোঁড়া কর্মীদের ক্ষোভ। বেতন নিয়ে কর্মীদের মনে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল কর্মীদের বেতন বাবদ প্রায় ৭০ হাজার টাকা পাওয়া যায়। আইপিপি–৮ প্রকল্প থেকে যা সত্যিই অপ্রতুল। এছাড়াও মহেশতলা পুরসভা মাতৃসদনের জন্য দেয় মাসিক ৫ লক্ষ টাকা। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এর পুরোটাই চলে যায় অন্যান্য খাতে। ফলে অর্থাভাবেও কাহিল অবস্থা মাতৃসদনের। মহেশতলা পুরসভার বর্তমান প্রধান অবশ্য এসব মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'মাতৃসদনের আগে যা অবস্থা ছিল এখন তার থেকে অনেক ভাল চলছে, ২৪ ঘণ্টা জরুরি পরিষেবা চালু হয়েছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা সবসময় থাকেন।'

রাজনৈতিক চাপানউতোর চলবেই। যে যাই বলুন না কেন মহেশতলা মাতৃসদনের শরীরে অর্থাভাব ও দুর্বল পরিচালনার ছাপ স্পষ্ট। অনেক আশা জাগিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় যার জন্ম হয়েছিল অচিরেই তা হারিয়ে যেতে বসেছে। মাতৃসদনের যদি সত্যিই মৃত্যু ঘটে তাহলে সরকার তার দায় এড়াতে পারবে না।

সোনারপুরে নকল মদের রমরমা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: সোনারপুরে চোলাই মদের এতটাই রমরমা ব্যবসা গজিয়ে উঠেছে সঙ্গে নকল দেশি–বিদেশি মদের চাহিদা এতটাই বেশি দেখা যাচ্ছে সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানগুলিতে ভয়ংকর ভাবে বিক্রি কমে গিয়েছে। যার ফলে রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। আবগারি দফতরে এমনটাই অভিযোগ করলেন এক আবগারি দফতরের আধিকারিক। তিনি বলেন, এর থেকে আমাদের মাস মাহিনা হয়। সোনারপুরে ঢালুয়া, খণ্ডা, বারুনী, গোপালপুর, কামালগাজী, গড়িয়ায় গরাগাছাতে তৃণমূলের নেতা রন সরকারের এলাকায় রমরমিয়ে এই চোলাইয়ের ব্যবসা চলছে। জলপোল, প্রদাসপুর, মকরমপুর, নাভাসন এইসব ঘাঁটিগুলিতে চলছে রমরমিয়ে চোলাই ও নকল দেশি–বিদেশি মদের ব্যবসা। ঘাঁটিগুলিতে রেড করার খবর আগে থেকেই জেনে যায় ব্যবসায়ীরা। আবগারি দফতরের আধিকারিক বলেন, সোনারপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিল রায় নিজে রেড করছিলেন কিন্তু তার অফিসারদের কাছ থেকে ঠিক মতো সহযোগিতা পাচ্ছেন না। আবগারির কর্তা বলেন, আমাদের ফোর্স খুবই কম। সপ্তাহে গাড়ি দুবার আমরা পাই, এইভাবে কষ্ট করে রেড করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আরও জানান, রাজ্যে সবচেয়ে বেশি কর আদায় হয় প্রথম কমার্শিয়াল ট্যাক্স, দ্বিতীয় আবগারি দফতরের কাছ থেকে। সেই দিক থেকে ক্যানিং–এর মাতলা, জয়নগর, বারুইপুরে অনেক বেশি রেভিনিউ তোলা হচ্ছে। সোনারপুরে রেভিনিউ ওঠার ব্যাপারে আবগারি দফতরের ভাটায় টান পড়াতে খুবই উদ্বিগ্ন আবগারি কর্তা।

আবগারি দফতরের রোজগার শূন্য

চিটফাণ্ডের ২ কর্তা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: প্রতারণার অভিযোগে এক চিটফাণ্ড সংস্থার এমডি সহ ২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতেরা হলেন এমডি স্বপন ঘোরমী ও শঙ্কর হালদার। ধৃতেরা ডায়মন্ড হারবারের সরিষার বাসিন্দা। সোমবার রাতে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে স্বপনকে চার দিনের পুলিশ হেফাজত ও শঙ্করকে সাত দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চারেক আগে সরিষাতে নবজীবন ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড নামে একটি অর্থলগ্নি সংস্থা খোলেন স্বপন–সহ অন্যরা। চড়া সুদের লোভ দেখিয়ে বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা তোলে সংস্থা। গত ২ জুলাই অপর্ণা কুণ্ডু নামে হুগলীর আমানতকারী মেয়াদ শেষে টাকা ফেরৎ না পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানায় সংস্থার বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, এই সংস্থাটি বিভিন্ন ভুয়ো প্রকল্প দেখিয়ে জেলা ও জেলার বাইরে থেকে কোটি কোটি টাকা তুলেছে। পরে সারদা কেলেঙ্কারি বেরিয়ে আসার পর সংস্থা গুটিয়ে পালিয়ে যায় কর্তারা। আমানতকারী ও এজেন্টরা টাকা ফেরতের জন্য খুঁজতে থাকেন কর্তাদের। দীর্ঘদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিল কর্তারা। পরে পুলিশের জালে ধরা পড়ে দুই কর্তা।

খাসমহলের জমি দখলের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের মাতলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐতিহাসিক খাসমহল এখন বিপন্ন। ১৯৬২ সালে খাসমহলের প্রায় ১০ বিঘা জমির উপর ক্যানিং–২ বিডিও অফিসের কার্যালয় চালু হয়। এরপর থেকেই খাসমহলের অন্তর্গত এই ভবনটি কার্যত অবহেলায় পড়ে থাকে। এমনটাই অভিযোগ এলাকার বহু প্রবীন বাসিন্দার। বিশেষ করে ৩৪ বছরের বাম জমানায় খাসমহলের এই দফতরটি রক্ষার্থে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি তৎকালীন সরকার। রাজ্যে পরিবর্তনের পর এলাকাবাসী আশা করেছিলেন পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। সম্প্রতি এই এলাকার কিছু প্রভাবশালী মানুষ লোকলস্কর নিয়ে এই খাসমহলের জমি দখল করায় উদ্যত হয়েছে। অবৈধভাবে জমি জবর দখল করে বাঁশের খুঁটি পর্যন্ত পোঁতা হয়েছে। এ বিষয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষ। ক্যানিং মহকুমা শাসক এবং ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয় বাসিন্দা নমিতা পাল, পিন্টু সর্দার, বলরাম হালদাররা অভিযোগ করে বলেন, খাসমহল দফতর এলাকার ঐতিহাসিক একটি নিদর্শন। একে হেরিটেজ ঘোষণা করতে হবে। নচেৎ জবরদখলকারীরা এখানে আধিপত্য কায়েম করবে।

ক্যানিং–এর মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন, খাসমহল দফতরের সরকারি জমিতে জবরদখলের খবর পেয়েছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল মণ্ডল জানান, বাম জমানার ব্যর্থতায় খাসমহলের দফতরটি ধ্বংসের পথে। এর পুনঃরুজ্জীবন এবং সংস্কারের জন্য পূর্ত দফতরের কাছে আবেদন করা হয়েছে। রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, খাসমহল দফতরের জমিতে জবরদখলের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

শিশুর প্রাণ বাঁচালেন সাংসদ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: রক্তদান শিবিরে যোগ দিতে এসে একটি ডুবন্ত শিশু কন্যার প্রাণ বাঁচিয়ে এলাকায় রীতিমতো সমাদর পেলেন জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর)। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার সকালে। নিজের গাড়ি নিয়ে ক্যানিং শান্তি ব্যায়াম সমিতির একটি রক্তদান শিবিরে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন এই মহিলা সাংসদ। হঠাৎ করেই তাঁর নজরে পড়ে রাস্তার পাশের একটি পুকুরে একটি শিশু কন্যা প্রায় ডুবে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে সাংসদ নিজেই পুকুরের সামনে চলে আসেন। তাঁর চিৎকারে এলাকার মানুষ সমবেত হন, তার মধ্যে বেশ কয়েকজন পুকুরে ঝাঁপিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। বাচ্চাটিকে নিজের কোলে নিয়ে সাংসদ সোজা চলে যান স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে ওঠে। এদিকে বাচ্চার এই বিপদের খবর পেয়ে শিশু কন্যাটির বাবা রহমান সর্দার এবং তাঁর স্ত্রী মিনারা বিবি ছুটে আসেন নার্সিংহোমে। সন্তানকে উদ্ধার করার জন্য সাংসদের প্রতি কৃতজ্ঞ তার পরিবার। বাচ্চার মা বলেন, সাংসদের জন্যই আমার মেয়ে এতো বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেল। এলাকাবাসীও সাংসদের এই ভূমিকায় যারপরনাই খুশি। পরে ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোলকুঠি পাড়ার রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর জোর দেন সাংসদ।

মহানগরে

শিয়রে পুরভোট, কাজে গতি, বিপদে পুর আধিকারিক

বরুণ মণ্ডল • কলকাতা

আগামী মে–জুনে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। সেদিকে দৃষ্টি রেখে পুরবাসীর আস্থা অর্জনে পুরসভার কাজে আরও গতি আনতে চায় বর্তমান পুরবোর্ড। পুর আধিকারিকদের ওপর চাপও বাড়ানো হয়েছে। পুরসভার তথ্য ও জনসংযোগ দফতর থেকে শুরু করে বস্তি উন্নয়ন প্রতিটি দফতরে সকাল ১০টাতে গেলেই দেখা যায় সাধারণ কর্মীরা আসেননি কিন্তু আধিকারিকরা তাঁদের ঘরে জোরদার তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন। কেন এত আগে আসছেন আধিকারিকরা এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানিয়েছেন, আমাদের প্রতিটি দফতরই পরিষেবামূলক দফতর তাই ১১টা থেকে বিভিন্ন লোকজন আসা শুরু হয়ে যায়। প্রথম এক ঘণ্টা নিস্তব্ধ থাকে। তাই মন দিয়ে কাজ করতে পারি, ভুলভ্রান্তি একেবারেই হয় না। আর কাজে গতি আনতে আসা–যাওয়ার ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনতেই হবে।

এদিকে প্রতিটি দফতরে এখন সাজ–সাজ রব। গতবার বামেদের হারিয়ে নিরঙ্কুশভাবে পুরবোর্ডের দখল নিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কলকাতায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন তুলে দিয়েছে বিজেপি। এজন্য, তৃণমূল নেতৃত্বই কলকাতা পুরবোর্ডের ব্যর্থতাকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশেষত, যাদবপুরের ১০১–১১৪ নম্বর ওয়ার্ড এবং দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, রাসবিহারী, ভবানীপুর, কসবা, বেহালা (পূর্ব এবং পশ্চিম)–এ তৃণমূলের খারাপ ফলের জন্য জলসঙ্কট মোকাবিলায় পুরসভার ব্যর্থতাকেই দায়ী করা হয়েছে। ২০১০–এ পুর নির্বাচনের পূর্বে তৃণমূল নেতারা ঘরে ঘরে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণ জল সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় যাদবপুর ও দক্ষিণ কলকাতার একটা বড় অংশের মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

মহানাগরিক স্বয়ং আবার পুর জল সরবরাহ দফতরের দায়িত্বে। এখনও জল শোভন নামেই বেশি পরিচিত মেয়র। এই দফতরে তার যে বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল তা কাজে আসছে না। এবার ক্ষত মেরামতে নেমে মেয়রের নির্দেশে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই ৩০ মিলিয়ন গ্যালন ধাপা জল শোধনাগারের কাজ সম্পূর্ণ করে জল সরবরাহ চালু করে দিতে হবে। এর ফলে ইএম বাইপাসে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া পর্যন্ত ১২৬ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ পরিশ্রুত পানীয় জলসঙ্কট থেকে মুক্তি পাবেন। দক্ষিণে গার্ডেনরিচের জল প্রকল্পের অতিরিক্ত ১৫ মিলিয়ন পরিশ্রুত জল উৎপাদন কাজও আগামী বছর মে মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এরইসঙ্গে বর্তমান সমস্যা দূর করতে জরুরি ভিত্তিতে দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে ১০০টিরও বেশি গভীর নলকূপ বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণের বিষয়কে ব্যতিরেকে। গত ২০১২'র সেপ্টেম্বরে জোকা পঞ্চায়েত এলাকার দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে কেএমসি'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরভোট শিয়রে। তাই প্রশ্নের মুখে যাতে পড়তে না হয় তাই সেখানের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ এতদিন বাদে শুরু হচ্ছে। পুরভোটের আগে কলকাতা মহানগরীকে জঞ্জালমুক্ত শহরের রূপ দিতে ভ্যাটের বিকল্প হিসেবে আনা হচ্ছে কমপ্যাক্টর মেশিন।

খাদ্য সুরক্ষা কার্যালয়ের উদ্বোধন সল্টলেকে

পিআইবি: গত ৮ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই)–এর পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয় সল্টলেকের বেনফিস টাওয়ারের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এফএসএসএআই–এর ডাইরেক্টর প্রদীপ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী তাঁর ভাষণে জনস্বাস্থ্যের বিকাশে ও সাধারণ মানুষের কল্যাণে খাদ্যের সুরক্ষা ও গুণমান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

প্রদীপ চক্রবর্তী বলেন যে, বিশ্বের যে কোনও দেশের কাছেই খাদ্যের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা একটি কঠিন কাজ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে ৭০ শতাংশ অসুস্থতার কারণ হল খাদ্যবাহিত রোগব্যাধি।

সেহেতু, দেশে যথাযথভাবে খাদ্য নিরাপত্তা আইন রূপায়ণ করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন যে, একমাত্র খাদ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ এই আইন রূপায়ণ করতে পারে না, নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এফএসএসএআই–এর ডেপুটি ডাইরেক্টর আয়িস কুমার জানান যে, এই কার্যালয়টি বজবজ, কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, হলদিয়া বন্দর–সহ কলকাতা বন্দরে আগত আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রীর জন্য নো–অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) জারি করার পাশাপাশি লাইসেন্স প্রদানের কাজও করছে।

বেহালা ১৪ নম্বরের কাছে ডায়মন্ডহারবার রোডের উপর পুলিশ মার্কা গাড়িতে এভাবেই চলছে যথেচ্ছাচার। *ছবি: অরুণ লোধ*

জোকার উন্নয়নে পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ২০১২'র সেপ্টেম্বরে সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত জোকা গ্রাম পঞ্চায়েত কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েত যথাক্রমে জোকা ১ ও ২ বর্তমানে কেএমসি'র ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড হিসেবে পরিচিত। একবছর বাদে এবারই প্রথম ২০১৪–'১৫ পুর বাজেটে পৌরসংস্থার মূল এলাকাগুলির সঙ্গে সমান তালে নয়া সংযোজিত এলাকার উন্নয়নের জন্য পৌরবাস্তু বিভাগ নেওয়া হয়েছে। জোকা এলাকার উন্নয়নের জন্য পৌরবাস্তু বিভাগ পুরবাজেটে এবারের যেসব উদ্যোগগুলি নিয়েছে সেগুলি এরকম – নয়া রাস্তা তৈরি ২৪ কিলোমিটার ৪৩৩.৩৬ মিটার, নিকাশি নালা নির্মাণ ৪ কিলোমিটার ৬০৪.৩২ মিটার, ৯৫১.৮২ স্কোয়ার মিটার পুর অফিস বিল্ডিং নির্মাণ, ১২৫টি স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ, ২৪৭৮.০৫ স্কোয়ার মিটার নয়া উদ্যান নির্মাণ, ৩,০০৩.৯০ এরসঙ্গে এবছরই জোকার অনেক নতুন রাস্তায় অ্যাসফল্টের আস্তরণ ও 'পেভার ব্লক' পাতা হবে। আগামী দিনে জোকায় অনেক ভূগর্ভস্থ নর্দমা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতিবেশী চাইলেই অতিরিক্ত সংযোজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং দফতরের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে অনলাইন মারফত নকশা অনুমোদনের বিষয়ে জানার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গত বছরে পুরসভার ওয়েব পোর্টালের কোনও প্রকল্পের নকশার আনুমানিক অনুমোদন 'ফি' নিজেরাই স্থির করতে পারবেন। এদিকে শীঘ্রই বিল্ডিং দফতর অটোক্যাড ভিত্তিক অনলাইনে নকশা অনুমোদন পদ্ধতির প্রবর্তন হতে চলেছে। অন্যদিকে, পুরসভা কয়েকমাস পূর্বেই মাত্র ১০০ টাকা বিনিময়ে সামান্য দু'একটি কাগজপত্রের দ্বারাই দ্বিতল পর্যন্ত ছোট বাড়ির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ এবং ত্রিতল পর্যন্ত বড় বাড়ির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত নির্মাণের সংযোজনের সুযোগ করে দিয়েছে। তবে অবশ্যই প্রতিবেশি বিল্ডিং বা সহ–অংশীদারদের অধিকার কোনওভাবেই খণ্ডন না করে অতিরিক্ত নির্মাণের সংযোজন করা যাবে। এ বিষয়ে পুর ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩৮ সংখ্যা,১২জুলাই–১৮ জুলাই, ২০১৪

তৃণমূলে ‘অন্তর্ঘাত’ হচ্ছে না তো!

তৃণমূল দলটির মধ্যে পরিকল্পিত ভাঙনের কোনও খেলা চলছে না তো? এমন আপাত নিরীহ ভাবনা বহু ক্ষেত্রেই চর্চিত হচ্ছে। বাম আমলের শেষ পর্বে যখন ‘মুষলপর্ব’ শুরু হয়েছিল তখন নবীন–প্রবীণ বাম নেতাদের কণ্ঠে মাথা ভেঙে দেবার হুমকি থেকে শুরু করে বিরোধী নেত্রী সম্পর্কে নানা কুৎসিৎ ভাষণ শোনা গিয়েছিল। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যতবার বিনয় কোঙার কিংবা আনিসুর, অনিল বসুদের ভাষণ দেখানো হয়েছে রাজ্যবাসী বিশেষ করে পুরনারীরা বাম বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়েছে কাস্তে হাতুরীর দিক থেকে। অথচ একদা বামপন্থীরা তাদের জীবনযাত্রা, আদর্শের জন্য, ত্যাগের জন্য শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দেরিতে হলেও বামফ্রন্ট ভুল সংশোধনের মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে ছিল কিন্তু মানব মনের রসায়ন বড় বিচিত্র। শেষ রক্ষা হয়নি। তৃণমূল দলটি ভুঁইফোর দল নয়। একদা অনেক লড়াই, অনেক ত্যাগ বিশেষ করে দলনেত্রী ও তাঁর কিছু সংগ্রামী নেতা এবং বামবিরোধী তৃণমূলস্তরের কর্মীদের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মানসিকতার জন্য বিপুল জয় এনে দেয় বাংলার মানুষ। এই ঐতিহাসিক জয় এবং মমতার নেতৃত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাতে না পারলেও তৃণমূলের অন্দরে সিঁদুরে মেঘ দেখা দিয়েছে। আদি এবং নব্য তৃণমূল বিবাদের পাশাপাশি দলীয় শৃঙ্খলার উর্ধ্বে উঠে দলনেত্রীকেও অগ্রাহ্য করার এক হিটলারি মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সদ্য নেতা হওয়া কিংবা দলনেত্রীর ছবি দেখিয়ে জিতে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে। নানা সমস্যা জর্জরিত রাজ্যের দায়িত্ব হাতে পাবার পর স্বাভাবিকভাবেই নানা দায়িত্বে সঠিক যোগ্য লোকেরা স্থান পায়নি। পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্বেই রাজ্যের মূল্যবান অনেকটা সময় অতীত হয়েছে। নানা কু–কথা, অপ্রয়োজনীয় কথা ও প্ররোচনামূলক বাক্য রাজ্যের কোনও কোনও জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে। দলীয় আদর্শের বিপরীতও কোনও কোনও নেতা এবং ছাত্র নেতাদের বিপদজনক হাঁটার প্রবণতা তৃণমূলের মূলস্তরকে দুর্বল করে দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত শিবির থেকে আসা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অতি তৃণমূল মুখোশের আড়ালে জনগণের কাছে দল ও নেত্রীর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করছে। দলীয় বাধ্যবাধকতার কারণেও স্নেহের বশে কাউকে কাউকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। জনভিত্তির যে দুর্বল জায়গা তৈরি হচ্ছে তা পেশীশক্তির সাহায্যে পূরণ করার অভিযোগ উঠেছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বহু বুথে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে বুথের দায়িত্বপ্রাপ্তরা জনান্তিকে স্বীকার করেছেন।

দুর্বিনীত তৃণমূল নেতাদের যোগ্য শাস্তি দিলে দলের পুরনো ভাবমূর্তি ফিরে আসবে। শুদ্ধিকরণ সব রাজনৈতিক দলেরই যেমন প্রয়োজন হয় তেমনি শাসক দলের ক্ষেত্রে আরও বেশি জরুরি।

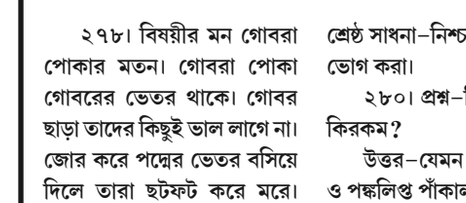

অপচয় বন্ধ না হলে রেলের অধোগতি কেউ রোধ করতে পারবে না

রেলের উন্নতির সহজ দাওয়াই ভাড়া বাড়ানো। ভাড়া বাড়িয়ে রেলের কি এখন উন্নতি হয়েছে? বরং অপচয় বন্ধ করলে ভাড়া কমিয়েও রেলের আয় বাড়ানো যায়। রেল সে পথে হাঁটে না। কারণ, রেলের উপরিভাগে যারা বসে থাকেন তাঁরা কেউই রেলের ভাল চান না। রেলকে দোহন করতেই সারাদিন তাদের দিনযাপন হয়। রেলের বড় কর্তারা যে মাহিনা নেয়, সে অনুপাতে কিছুই কাজ করে না। ওদের সবার মাহিনা কমিয়ে দেওয়া হোক। ঠিকাদারি প্রথায় রেলের বাবুদের পকেট ভরে কাটমানির জন্য। তাই ঠিকাদারি প্রথা বাতিল করা হোক। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে অনেক শৌখিন মানুষকে রাখা হয় যারা কোনও কাজে লাগে না। রেলমন্ত্রী থাকাকালে যে সব পদ তৈরি করা হয়েছিল সে সব পদ বিলোপ করা হোক।

রাঘব রায়, কসবা।

রেলে কার্গো বলে একটা বিভাগ আছে। এ বিভাগটিকে সোনার খনি বলা হয়। এখান থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়। প্রতিটি ক্ষতিপূরণের টাকা থেকে রেল কর্মীরা আকাশচুম্বী তোলা তোলে। ক্ষতি না হলেও ক্ষতিপূরণের গপ্পো সাজানো হয়। এসব গপ্পো রচিত হয় রেলের ভিজিলেন্সের পরোক্ষ মদতে। এখান থেকে কোটি কোটি টাকা রেলের বরবাদ হয়। **এম. মিশ্র, চিৎপুর, কলকাতা।**

অমৃতকথা

২৭৮। বিষয়ীর মন গোবরা পোকার মতন। গোবরা পোকা গোবরের ভেতর থাকে। গোবর ছাড়া তাদের কিছুই ভাল লাগে না। জোর করে পদ্মের ভেতর বসিয়ে দিলে তারা ছটফট করে মরে। বিষয়ীর মন সেইরকম বিষয় ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না।

২৭। প্রশ্ন– সাধনার গতি কি প্রকার?

উত্তর– সাধনার গতি তিনপ্রকার। যথা– পক্ষীগতি, বানরগতি ও পিপীলিকাগতি।

পক্ষীগতি– পাখি গাছে একটা ফল ঠোকরালে ফলটি হয়ত পড়ে গেল, কিন্তু পাখি তা মুখে করে উড়ে যেতে পারল না।

বানরগতি–বানর ফলটি মুখে করে যেমনি লাফ দিতে গেল অমনি ফলটি পড়ে গেল।

পিপীলিকাগতি–পিপীলিকা ধীরে ধীরে তার খাবার জিনিসের কাছে গেল এবং সেই জিনিস মুখে করে আস্তে আস্তে নিয়ে এসে ভাগ করতে লাগল। এই পিপীলিকাগতির মতন সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা–নিশ্চয় লাভ করা ও ভোগ করা।

২৮০। প্রশ্ন–নির্লিপ্ত সংসারী কিরকম?

উত্তর–যেমন পদ্মপত্রে জল ও পঙ্কলিপ্ত পাঁকাল মাছ।

২৮১। প্রশ্ন–জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগের অবস্থা কিরকম?

উত্তর–ঘড়ির ছোট কাঁটা ও বড় কাঁটা যেমন দুপুর বেলা এক হয়ে যায় সেইরকম।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

তাপস পাল কা গুস্‌সা কিউ আতা হ্যায়

পার্থসারথি গুহ

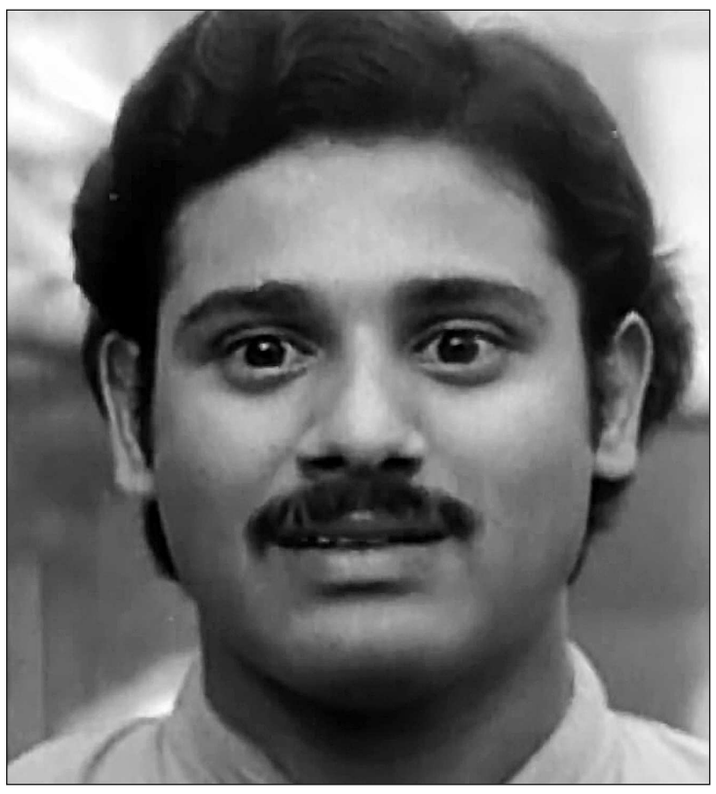

শোলে সিনেমার গব্বর সিং–কে মনে পড়ে। গব্বরের ভূমিকায় আমজাদ খানের অভিনয় সেই সময় ভূ–ভারত কাঁপিয়েছিল। বলা যায়,খলনায়কের নতুন রূপ গব্বর সিং চরিত্র তুলে ধরেছিল। কথিত আছে সেইসময় বাচ্চারা দুষ্টুমি করলে মায়েরা শাসন করে বলতেন, ‘বেটা শো যা, নেহি তো গব্বর আ যায়েগা’। হালফিলে গব্বর সিং–এর ভূমিকা নিয়েছেন বাংলার সাংসদ অভিনেতা তাপস পাল। সম্প্রতি তাঁর যে দু’তিনটি ‘বাইট’ বা ‘ফুটেজ’ টিভি’র কল্যাণে সাধারণ মানুষের কাছে উঠে এসেছে তাতে তাপসকে গব্বরের সঙ্গে তুলনা করা মনে হয় খুব একটা ভুল নয়। আশির দশকের শেষের দিকের, বিখ্যাত একটি ছবির নাম অনুসরণ করে বলা যেতেই পারে, ‘তাপস পাল কা গুস্‌সা কিউ আতা হ্যায়’। স্মরণে আছে নিশ্চয়ই, উদাহরণ হিসেবে যে ছবির নাম ধার করা হল, তা হল ‘অ্যালবার্ট পিন্টো কা গুস্‌সা কিউ আতা হ্যায়। তাপস পালের মাথায় কি ভূত চেপেছিল, তা গবেষণার বিষয়। আগামীদিনে এর উপরে রিসার্চ করে হয়তো বা ডক্টরেট ডিগ্রিও অর্জন করা সম্ভব হবে। চিকিৎসকরা বলে থাকেন, অনেক আপাত নিরীহ মানুষও কখনও–সখনও পরিস্থিতির চাপে রীতিমতো হিংস্র হয়ে উঠতে পারেন। আর তখন ভীরুমার্কা সেই পাড়ার লাজুক ছেলেটাই প্রেম চোপড়া হয়ে উঠতে পারে। আমাদের মাননীয় সাংসদ তাপস পালের মধ্যে কি ভীমরতি দেখা দিয়েছে সেটাও যথেষ্ট চর্চার বিষয়। দ্বিতীয়বারের জন্য যিনি কিনা সাংসদ হয়েছেন তাঁর মুখে এইরকম কদাকার শব্দ বের হবে তা বোধহয় কোনও তৃণমূলের অন্ধ সমর্থকও ভাবেননি। কিন্তু কথায় বলে না, শব্দবাণ। একবার যা নির্গত হয়, তা আর ফেরৎ নেওয়া যায় না। অভিনেতা–সাংসদের এই বাক্য–মিসাইলে কার্যত অপদস্থ গোটা তৃণমূল দল। রাজ্যে তো বটেই, তাপসের মন্তব্য নিয়ে ছিছিকার পড়ে গিয়েছে সারা দেশে। এমনকি গণমাধ্যম এবং প্রযুক্তির কল্যাণে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের বিবৃতি খোদ রাষ্ট্রসংঘের কানেও নাকি পৌঁছে গিয়েছে।

সবথেকে বড় কথা তাপসবাবু যে দলের ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, তাদের মূল শ্লোগান কিনা মা–মাটি–মানুষ। সেই মাকে’ই কিনা আঘাত করলেন আপনি। একবারও ভেবে দেখলেন না, যে মহিলাদের ঘরে দলীয় কর্মীদের পাঠিয়ে কুকাজ করার কথা বললেন, তারাও কারও মা, বা বোন। নিদেনপক্ষে কারও মেয়ে। ঘাসফুলের সাংসদ আপনার নিজেরও তো বড় মেয়ে রয়েছে। বেশ ভালো অভিনয়ও করে। আপনার স্ত্রীও যথেষ্ট বিদুষী হিসেবে পরিচিত। অথচ আপনিই কিনা মহিলাদের যা তা করার কথা বলছেন। হতে পারে তারা তৃণমূল করে না। বিরোধী দলের রাজনীতির প্রতি তাদের সমর্থন রয়েছে। তা বলে এভাবে কি অপমান করা যায়। এই প্রশ্ন শুধু আমাদের নয়। গোটা দেশের প্রশ্ন, সমাজের প্রশ্ন, জাতির প্রশ্ন, একইসঙ্গে মহিলাদের আত্মসম্মানের বিষয়। যার উত্তর দেওয়ার ভয়ে আপনি নাকি হাসপাতালের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও সরাসরি আপনাকে সুস্থ বলাটাও বোধহয় সমীচিন নয়। কারণ যেকোনও সুস্থ মানুষই এই ধরনের মন্তব্য করতে পারে না। চূড়ান্ত বিকারগ্রস্ত মানুষ (অমানুষ বলাই শ্রেয়)–এর মুখে এই ধরনের কথা মানানসই। লোকসভার বাজেট অধিবেশনের সময় সত্যিই যদি তাপস পাল অসুস্থ হন, তবে তাঁকে এমনি হাসপাতালে ভর্তি না করে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে গেলেই বোধহয় ভালো হত। আজকাল তো অনেক রকম বিকারগ্রস্ত মানুষেরও রিহ্যাব সেন্টার হয়েছে। সেসব জায়গায় গেলে হয়তো অচিরেই সুস্থ হয়ে যেতেন বাংলার সিনেমার একসময়ের এই তারকা।

‘দাদার কীর্তি’ না বলে বলা ভালো, খলনায়কে পর্যবসিত হয়েছেন তাপস পাল। ব্যক্তিগত জীবনে এই অভিনেতা– সাংসদ বহুবারই বিতর্কে জড়িয়েছেন। শোনা যায়, নিজের গর্ভধারিণীর সঙ্গে পর্যন্ত অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছেন তিনি। তাই নিজেকে যতই গর্ব করে ‘কৃষ্ণনগরের মাল’ বলুন, ঐতিহ্যপূর্ণ এই শহরের বাসিন্দারা কিন্তু সেটাকে অপমান হিসেবেই দেখছেন। এমনিতে যারা তাপসকে ছোটোবেলায় কাছ থেকে দেখেছেন তাদের প্রতিক্রিয়া, ‘ও বরাবরই ভীতু প্রকৃতির ছেলে।’ সেই আপাদমস্তক নিরীহ গো–বেচারা মানুষটা হঠাৎ করে কেনই বা খলনায়ক হয়ে উঠলেন তার কোনও জবাব বোধহয় তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছেও নেই। এমনিতে সবাই বলে, মানে বাজারে একটা কথা চালু আছে, তাপস পাল নাকি দিদির খুব ঘনিষ্ঠ। এই কথাটা কতটা সত্যি, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন আছে। কারণ বিশ্বাসভাজন বা স্নেহভাজন কেউ কখনই এমন কাজ করতে পারে না, যাতে পরিবারের কর্তীর মাথা হেঁট হয়ে যায়। এখানে কিন্তু তাই ঘটেছে। অতি উৎসাহে ভর করে তাপস কার্যত কোণঠাসা করে দিয়েছেন তাঁর নিজের দল, সর্বোপরি তৃণমূল সুপ্রিমোকে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, আর কবে কড়া হবেন মমতা?

সামান্য সমালোচনা করলেও এখনও পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন মমতা। সততার প্রতীকের এই মৌনতা সত্যিই খুব

‘তাপস পাল কা গুস্‌সা কিউ আতা হ্যায়’। স্মরণে আছে নিশ্চয়ই, উদাহরণ হিসেবে যে ছবির নাম ধার করা হল, তা হল ‘অ্যালবার্ট পিন্টো কা গুস্‌সা কিউ আতা হ্যায়।

লজ্জার। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে তো বটেই। এর আগে দেখা গিয়েছে, মহিলাদের উপর বাম জমানায় যতবার অত্যাচার হয়েছে, সবার আগে তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মমতা। বানতলার অনিতা দেওয়ান কাণ্ড হোক, আর ফুলবাগানের ধর্ষণকাণ্ড তৎকালীন বিরোধীনেত্রীর ভূমিকা প্রশংসা পেয়েছিল সারা দেশে। সেই মহিলাদের অবমাননার বিরুদ্ধে লড়াকু নেত্রীর চরিত্র আজ যেন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। এটা কি ক্ষমতার মোহ। যা এতটাই পাল্টে দিতে পারে, একজন স্বভাব প্রতিবাদী মানুষকে। মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতা সেই কথাকেই আরও প্রকট করে তুলছে। একাংশের মানুষ তো এও বলছে তাপসের প্রতি নাকি স্নেহশীলা মমতা।হতেই পারে তৃণমূলনেত্রী তাপসকে ভাইয়ের মতো ভালবাসেন। কিন্তু তিনি তো নিজেই বলেছিলেন, অন্যায় করলে কাউকে নাকি রেয়াত করবেন না। তাই খিদিরপুরে যখন তার এক ভাইপো পুলিশের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছিল, তাকে গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কিনা ভ্রাতৃপ্রেমে অন্ধ হলেন এটা কি মানা যায়। তাও আবার তাপসের মতো গুণধর ভাইয়ের জন্য দিদির এত টান কেন? এই তাপস পালই কিন্তু কিছুদিন আগেই খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন শিয়ালদহের এক রক্তদান শিবিরে। সেখানে আবার উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করা বর্ষীয়ান সোমেন মিত্র এবং তৃণমূলের জেলবন্দী সাংসদ কুণাল ঘোষ। তাপসের একসময়ের নায়িকা দলীয় সাংসদ শতাব্দী রায়ও এই বিক্ষুব্ধমঞ্চকে আলোকিত করেছিলেন। অথচ দলনেত্রীর রোষে প্রাথমিকভাবে পড়লেও শুধুমাত্র ক্ষমা চেয়ে বেঁচে যান গুরুদক্ষিণার সুপারহিট জুটি তাপস–শতাব্দী। কুণাল ঘোষের বরাতে অবশ্য সেই সৌভাগ্য ছিল না। তাই আজও রাজ্যের বিভিন্ন জেলে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে তাঁকে। অর্থাৎ এখান থেকেই স্পষ্ট অভিনেতা–সাংসদের সাতখুন এভাবেই বার–বার মাফ করে দেওয়া হচ্ছে। এমনিতে বাংলা সিনেমায় তাপস পাল বরাবরই গুড বয় ইমেজের জন্য বিখ্যাত। তুলনায় অনেক বেশি রাফ অ্যান্ড টাফ তার প্রায় সমসাময়িক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

যিনি অভিনয়ের বাইরে অন্য কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াননি। তাই নির্বাচনে লড়ার সুযোগ পেয়েও হাসিমুখে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। হাঁটুর বয়সী দেবও কিনা সাংসদ হয়ে গিয়েছেন।

আর তাপস তো বহুদিনই রাজনীতির বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। বেশকিছুদিন যাবৎ সিনেমার থেকে রাজনীতিটাই তাঁর মূল পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির কক্ষে যখন প্রথম পা রেখেছিলেন তখন পূর্বতন আলিপুর কেন্দ্রের (অধুনা ভবানীপুর) বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তাপস। সেসময় বর্তমান পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে রীতিমতো টক্কর বেধেছিল তাঁর। ববি (ফিরহাদ) চেয়েছিলেন আলিপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। নিজের প্রার্থী পদ নিশ্চিত করতে দলনেত্রীর বাড়ির বাইরে পর্যন্ত রীতিমতো বিক্ষোভ দেখিয়েছিল ফিরহাদ সমর্থকরা। সে ছিল ঘোর বাম জমানা।

তখনও তাপসের প্রতি মমতার প্রশ্রয় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। সেই অভিযুক্ত সাংসদকে আড়াল করা হচ্ছে। তবে এতে কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে দলেরই।

সঠিক সময়ে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারলে তৃণমূল দল আরও মর্যাদালাভ করত। এমনটাই মনে করে, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাই প্রশ্রয় নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শাসন এবং শাস্তিই হল প্রকৃত পন্থা। এই সত্যতা অবশ্যই মাথায় রাখা প্রয়োজন, শাসক শিবিরের। তাহলে কিন্তু অনেকটাই ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

যাওয়া আসার পথে–পথে

স্যার, মারুন কিন্তু পড়ার অনুমতিটা দিন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

রাস্তায় বেরোলেই এখন বোঝা যায় সব কেমন দ্রুত বদলে গিয়েছে। বদলে গিয়েছে এখন যে গ্রামে হাঁটছি, সেই গ্রামটাও। বাংলার গ্রাম বলতেই একসময় আমাদের চোখে ভেসে উঠত মাঠে সোনার ধানের ঢেউ, গোয়ালে দুধের বান, পুকুরে মাছের খেলা, বার মাসে তের পার্বণ, ব্রত–আল্পনা, চন্ডীমন্ডপ, নাটমন্দির, শ্রদ্ধা–ভক্তি–শান্তি আরো কত কি! তবে এটাই সবসময় সত্যি ছিল না। পাশাপাশি ছিল ভয়ঙ্কর দারিদ্র, অশিক্ষা, হিংসা, হানাহানি, কথায় কথায় অযথা কেসকাছারি, পরশ্রীকাতরতা আরও কত কি। এখনতো সব কিছু বদলেছে। ভালো–মন্দ দুইই বদলেছে।

যেমন, একসময় এই গ্রামের রাস্তাটা ছিল ধূ ধূ বালিয়াড়িয়ার ওপর। গরমের সময় রোদ উঠলে হাঁটতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়ত, তখন তো আর এত জুতো পরার চল ছিল না। খালি পায়ে হাঁটতে গিয়ে পায়ের অবস্থা কাহিল হয়ে যেত মানুষের। আর এখন সেই রাস্তা হয়েছে কালো পিচ–এর। আর জুতোও এসেছে সবার পায়ে। আবার খারাপও হয়েছে। যেমন, চোখ বন্ধ করে হাঁটলেও বাড়ি ফিরে আসা যেত। এখন গাড়ি চাপা পড়তে হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার শেষ প্রান্তের এই মৈতনা গ্রামটা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অনেক গ্রামের মতন বেশ বদলেছে। বদলেছে গ্রামের পরিকাঠামো, উন্নতি হয়েছে রাস্তা–ঘাটের, এসেছে ইলেকট্রিসিটি, টেলিফোন আরও অনেককিছু। সব থেকে পরিবর্তন হয়েছে গ্রামের সামাজিক কাঠামোর, মানবিক সম্পর্কের। পরের জন্য করার মানসিকতা কমেছে, যৌথ পরিবার ভেঙে চৌপাট। একটা পরিবার ভেঙে চারখানা হয়েছে। যৌথ পরিবারে চলার যে সহনশীলতা, যে উদারতা সে একেবারে তলানিতে ঠেকেছে।

হাঁটতে হাঁটতে এইসব কথাই বলছিল, ছোটবেলার বন্ধু ভূ–বিজ্ঞানী তুলসী – তুলসীপ্রসাদ দাস মহাপাত্র। সে জীবিকা সূত্রে হাওড়ার ব্যাতাইতলাবাসী হলেও নিয়মিত মৈতনা–য় আসে। এখানকার সব খবর সে জানে। ওর এ বিষয়ে আগ্রহও প্রচুর। কলকাতায় বসে ছেড়ে আসা গ্রাম ঘিরে ও নস্ট্যালজিক হয়। ওর সঙ্গেই হাঁটতে হাঁটতে এগোতে থাকি কাঠপুল বাজারের দিকে। ওখানে বেশ বড়সড় বাজার। তুলসীর বাজার করার খুব শখ। আমিও তার সঙ্গী হই। এগোতে এগোতেই দেখি, কত দোকানপাট, কত মানুষ, কত গাড়ি। সব থেকে বেশি চোখে পড়ে, মোটর সাইকেল। কেউ যেন আর হাঁটতেই চায় না, প্রায় সব বাড়িতে একটা করে মোটর বাইক। বেকার ছেলেরাও নানারকম স্কিম–এ একটা করে মোটর বাইক কেনে। তারপর নাকি বাবা ধান বেচে বা মায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা জোগাড় করেন ছেলের বাইকের লোন শোধ করার জন্য। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে–সব সংস্থা ধার দেয় তারা এসে মোটর সাইকেল তুলে নিয়ে যায়। এইসব শুনছি, আর দেখছি রাস্তার পাশে বাদাম গাছগুলো নেই, সেই বাদাম গাছ কেটে অনেক ঘরবাড়ি হয়েছে। এখন গ্রামের ভেতর থাকার চেয়ে, রাস্তার পাশে বাড়ি বানানোটা অনেকে পছন্দ করছেন। আগে রাস্তার পাশে থাকাটা মানুষের কাছে বেআব্রু মনে হত। বয়স্করা বলতেন, বাড়িতে মহিলারা থাকে, রাস্তার পাশে থাকা যায় নাকি! এখন তো রাস্তার পাশে থাকাটা বেশ পছন্দের। এরমধ্যে পাশ দিয়ে বেশ কয়েকটা ছোট গাড়ি বেরিয়ে গেল দ্রুত গতিতে। তুলসী বলল, এইসব বাইরের গাড়ি, কাঁথি থেকে পানিপারুল, দীঘা যাচ্ছে। এইসব গাড়ি বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রামে দুর্ঘটনাও বাড়ছে। মানুষ বোঝাই কিছু ট্রেকার, মিনিবাস কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। আমরা রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াই। মৈতনা থেকে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছাই মান্দারপুর গ্রামে। এই গ্রামের শেষপ্রান্তেই কাঠপুল বাজার। বেশ পুরনো বাজার। এই এলাকার সব থেকে বড় বাজার। ওখানেই আমাদের গন্তব্যস্থল। মান্দারপুর গ্রামে রাস্তার পাশে নাসিম আলি–র বাড়ি। নাসিম দা পুলিশের চাকরি করেন, কলকাতায় থাকেন। খুব পরোপকারী অফিসার এবং আড্ডাবাজ মানুষ। বাড়ির ভেতর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডেকেছেন। তুলসী বলল, ‘ফেরার সময় দেখা করব। এখন বাজার যেতে দেরী হলে, আর কিছু পাব না।’ কে শোনে কার কথা, নাসিম দা নাছোড়বান্দা। অগত্যা ঢুকতেই হল বাড়ির ভেতরে।

ওখানেই আলাপ হল, ড. কাজি সাবিরউদ্দিন–এর সঙ্গে। কাজি নাসিম ’দা–র জামাই। ইন্দোর আই আই টি–র তরুণ–অধ্যাপক। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে ওঁর বাড়ি। বছর দুয়েক আগে নাসিম ’দা–র মেয়ে সুলেখাকে বিয়ে করেছে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, ওঁর বিয়েতে ‘বিয়ের গান’ হয়েছিল কিনা? বললেন,

– না, বিয়ের গান বিষয়টা জানি না তো।

কিন্তু ২০ বছর আগের সেই ঘটনা এখনো ভুলিনি। কেমন ট্রমার মতন হয়ে আছে।

মুসলিম এবং হিন্দুদের বিয়ে উপলক্ষ্যে যে বিভিন্ন আচার হয়, তাতেই নানা গান হয়। গানগুলো করেন পেশাদার বিয়ের গানের শিল্পীরা। মুর্শিদাবাদ, দুই মেদিনীপুর এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় এই গানের খুব চল। মুর্শিদাবাদের বিয়ের গান–এর শিল্পী বুলু বিবিরতো খুব নাম। বেশ কয়েকটা পুরস্কার পেয়েছেন। কাজি ইঞ্জিনিয়ারিং–এর ছাত্র হলেও, বাংলার সংস্কৃতির বিষয়ে খুব আগ্রহী। তাই ওর সঙ্গে এসব বিষয়ে আরও নানা কথা চলতে থাকে। কথায় কথায় তিনি তাঁর ছোটবেলার একটা নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা শোনান।

তখন তিনি কলকাতার কাছে একটা আশ্রম স্কুলে পড়তেন। সেই স্কুলের খুব নাম ডাক। থাকতেন হোস্টেল–এ। হোস্টেল ইনচার্য এক সন্ন্যাসী–শিক্ষক, তিনি কাজিকে সবসময় ‘মোল্লা’ বলে ডাকতেন। আর সেই নিয়ে অন্য ছাত্ররা খুব হাসাহাসি করত। মাথা নিচু করে থাকত ছোট কাজি। একটা হীনমন্যতার শিকার হত সে। কাউকে মন খুলে এই দু:খের কথা বলতে পারত না। স্কুলে খুব কড়াকড়ি নিয়ম। ওই হোস্টেলের নিয়ম অনুযায়ী রাত ১১টার মধ্যে সব ঘরের আলো বন্ধ করে শুয়ে পড়তে হত। এইভাবেই চলত, একদিন কাজীর ইতিহাস পরীক্ষা। কিন্তু পড়াটা ঠিকমতন হয়নি। পরের দিন পরীক্ষা। প্রস্তুতির জন্য তাই সে বাথরুমের পাশে গিয়ে পড়ছিল। রাত্রে বাথরুমের আলো জ্বলে। ওই আলোতে সে পড়ছিল। সঙ্গে পড়ছিল ওর আরো দু’জন হিন্দু বন্ধু। ১১টার পর সেই সন্ন্যাসী–শিক্ষক রাউন্ড দিতে গিয়ে ওই তিনজনকে দেখতে পান। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ে কাজির ওপর।

যত নষ্টের গোদা বলে কাজিকে প্রচুর মারতে থাকতেন সেই সন্ন্যাসী। মারের চোটে কাজির আঙ্গুল ফুলে যায়। কাজি স্যারকে অনুরোধ করে, ‘স্যার মারুন, কিন্তু পড়ার অনুমতিটা দিন।’ সেদিন কাজির পড়ার অনুমতি মেলেনি। এছাড়াও কাজি যেটা খেয়াল করে তার অন্য দু’জন বন্ধুকে শিক্ষক কিন্তু কিছু বললেন না। পরের দিন সকাল পর্যন্ত কাজিকে মেন গেট–এর কাছে মন্দিরের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয় ধ্যান করার জন্য। সেখান থেকে সরাসরি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সুযোগ মেলে। পড়ার সুযোগ আর মেলেনি। এইভাবেই কারণে–অকারণে অত্যাচারিত কাজি একসময় তার বাবাকে সব ঘটনা বলে। নিরীহ বাবা দু:খিত হয়ে আশ্রমে আসেন। বড় মহারাজ সব ঘটনা শোনেন মন দিয়ে। তিনি কাজিকে স্কুলের অন্য হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করেন। কাজি বলেন, ‘এখন আমিও শিক্ষক। কিন্তু ২০ বছর আগের সেই ঘটনা এখনও ভুলিনি। কেমন ট্রমার মতন হয়ে আছে।

ভাবি, প্রত্যেক শিক্ষক–শিক্ষিকার প্রতিজ্ঞা করা দরকার, যাতে কোনওভাবেই ছাত্র–ছাত্রীর শিশু মন আক্রান্ত না হয়। এখনও অনেক যুক্তি দিয়েও সেই সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা আনতে পারি না। কোথাও যেন একটা তাল কেটে গিয়েছে।’ তুলসী বলে, ‘ছাত্র–ছাত্রীদেরকে নিজের সন্তানের মতন ভাবলে, এই সমস্যাটা তৈরি হয় না। হ্যান্ডেল করা অনেক সহজ হয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষকরাও তো নানা যন্ত্রণা নিয়ে আসেন, এর বহি:প্রকাশ ঘটে ছাত্র–ছাত্রীদের ওপর।’ ডঃ কাজী বলেন, ‘শুনেছি আমাদের ওই মহারাজ পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, মুসলমানেরা ওখানে নাকি অনেক অত্যাচার করেছিল ওদের পরিবারকে, খারাপ লাগে। কিন্তু এই ধারা তো চলতে পারে না। শিক্ষা তো একটা মনন, একটা বিবেক তৈরি করে।’

নাসিম ’দা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন। বলেন, ‘আমারও একটা খারাপ অভিজ্ঞতা আছে। আমিও ভুলিনি নিবারণবাবুকে। কেন যে তিনি আমাকে নিয়মিত মারতেন, তা এখনও বুঝতে পারি না। তবে নিবারণবাবু এখন বেঁচে নেই।’ ভাবি চিৎকার করে বলি, ‘স্যার, আপনারা শুনছেন, আপনাদের প্রিয় ছাত্ররা কী বলছে? বাবা–মা’রাও শাসন করেন, তাঁরাও গায়ে হাত তোলেন, কিন্তু তাঁরা সন্তানের কাছে ভিলেন হন না। ছাত্র–ছাত্রীরাও তো আপনাদের সন্তান, আপনাদের কাছে অনেকটা সময় থাকে, চেষ্টা করে দেখবেন না, যদি তাঁদের কাছে নায়ক হয়ে বাঁচতে পারেন। তাঁদের জীবনকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবেন না? তাদেরকে সারা জীবন দু:খী করে রাখবেন? হ্যাঁ, জানি আপনাদেরও অনেক চাপ, অনেক কষ্ট, কিন্তু আপনার অন্য অনেক সহকর্মী কিন্তু শিক্ষকতায় দারুণ সফল, মানুষ হিসেবে অনন্য, তাঁরা সারা জীবন কিংবদন্তি হয়ে বাঁচেন। আসুন, আমরা তাঁদেরকেই অনুসরণ করি।’ তুলসী তাড়া দেয়। বলে, বাজার বন্ধ হয়ে যাবে, চল, বাজার করে ফেরার সময় আবার আসব।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে এবার রাস্তায় নামার ডাক বুদ্ধের

মেহবুব গাজি • ডায়মন্ড হারবার

দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের দবি মেনে এবার রাস্তায় নেমে প্রতিরোধের ডাক দিলেন প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটব্যুরো মেম্ফার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। রবিবার রায়দিঘির কৃষ্ণচন্দ্রপুর স্কুল মাঠে এক জলসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেন, 'রাজ্যের এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা রাস্তায় নেমেছি। মানুষকে জানাতে হবে বোঝাতে হব। মানুষকে নিয়েই গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ। লড়াই চালু রাখতে হবে।' পাশাপাশি রাজ্যে মিথ্য মামলায় আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বুদ্ধদেব বলেন, 'যাদেরকে অন্যায়ভাবে জেলে রাখা হয়েছে তাঁদের পরিবারের পাশে থাকবে দল। এবং মামলা চালানোর সমস্ত খরচ দল বহন করবে। কর্মী বা পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়বেন না।'

গত ১৪ জুন রাতে স্থানীয় ঘোষেরচক গ্রামে ৩ তৃণমূল কর্মী ও সিপিএম সমর্থক খুন হন। সেই ঘটনায় প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি–সহ বাম নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়। ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন জোনাল নেতা বিমল ভাণ্ডারি, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ফারুক হোসেন মোল্লা। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দের জেরে এই খুন বলে দাবি বাম নেতৃত্বের।

দলীয় কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা জড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে এদিনের এই সভা ডাকে জেলা বামফ্রন্ট। বুদ্ধদেব সেদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'খোনে খুনের ঘটনা ঘটেছে। সারা রাজ্যে নিজের মধ্যে লড়াই করছে ওরা। কারা খুন করল জানে না সরকার? পুলিশ কি তদন্ত করছেন না? কিন্তু সরকারের কথা শুনে পুলিশ বিমলকে গ্রেফতার করল? সরকার অন্যায় করের এই কাজ করেছে। পুলিশ সরকারেরর কথা শুনে বাধ্য হয়ে এই কাজ করছে। সব জায়গায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দিয়ে দেওয়া হচ্ছে মিথ্যা মামলা। আর প্রকৃত অপরাধীরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বামফ্রন্টের আমলে জ্যোতিবাবু বা আমার সময় কেউ বলতে পারবেন বিরোধী দলের কোনও নেতা কর্মীকে জেলে রাখা হয়েছিল। আর মিথ্যা মামলাতো কল্পনা করা যায় না। আসরে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে খিচু নে।' বীরভূমের দুই তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ও মনিরুল ইসলাম নাম ন করে তীব্র সমালোচনা করে বুদ্ধদেব বলেন, 'এক তৃণমূল নেতা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে বোমা মেরে বাড়ি পুড়িয়ে দাও। পুলিশ বাধা দিতে এলে পুলিশকে বোমা মার।

এ জিনিস ভাবা যায়। পুলিশকে বোমা মারব বলার পরও সরকার কোনও পদক্ষেপ নিল না। আর এক নেতা বলেছ, আমি পায়ের তল দিয়ে তিন জনকে পিষে মেরেছি, প্রয়োজনে আবার মারব। সব শুনে হাইকোর্ট পুলিশকে বলল অন্যায় হয়েছে গ্রেফতার করতে। কিন্তু সরকার কোনও পদক্ষেপ নিল না। কে মানে কোর্টের কথা! আসলে তৃণমূল ঠিক করেছে দল করলেই সব অপরাধের ক্ষমা হয়ে যাবে। পুলিশকে ওপর থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে ধরতে হবে না। আমি জানি না পুলিশ এই কাজ কতদিন করতে পারবে?'

তাপস পালের একাধিক কদর্য মন্তব্য নিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বুদ্ধদেব বলেন, '১৪ জুন এক সাংসদ কি বক্তৃতা করেছেন, টিভিতে তা শোনা যায় না। কোনও মানুষ বা ভদ্র সন্তান এই ভাষায় কথা বলতে পারেন? তিনি আবার যে সে সাংসদ নন, সিনেমা করেন। দেশের সর্বোচ্চ আইনসভার সদস্য হয়ে এই মন্তব্য করে ছাড়া পেয়ে গেলেন। এ তৃণমূলে সম্ভব।' রাজ্যে মহিলা নির্যাতন ও টেট কেলেঙকারি নিয়ে সরব হয়ে বুদ্ধদেব বলেন, 'এ রাজ্যে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের আজ কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কখন কোন ঘটনা ঘটবে কেউ জানে না। আসলে গত তিন বছর ধরে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের একটায় ফয়সালা হয়নি। তার ফলে দুষ্কৃতীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আমাদের সময় বানতলা বা ধানতলায় যে ঘটনা ঘটেছিল সেই অপরাধীরা এখন জেলে। সারা জীবন জেলে কাটাতে হবে। রাজ্যের ১৭ লক্ষ বেকার ছেলেমেয়ে প্রাইমারি শিক্ষক হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু কারও চাকরি হল না।

তৃণমূলের দলীয় অফিস থেকে যে নামের তালিকা গেল তারাই শুধু চাকরি পেল। আর ভাল ছেলেমেয়েরা এখন লজ্জায় মুখ নিচু করে হাঁটে। তিন বছরে কোনও কলকারাখানা হল ন। পঞ্চায়েত রসাতলে গিয়েছে। নতুন প্রজন্ম জানে না পড়াশোনা শেষ করে কি করবে?' এ দিনের সভায় বক্তব্য রাখেন কান্তি গাঙ্গুলি, সুজন চক্রবর্তী, সুভাষ নস্কর, তড়িৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। সভায় ভিড় ছিড় চোখে পড়ার মতো।

জেলায় অরণ্য সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: আগামী ১৪ জুলাই থেকে সারা রাজ্যে শুরু হচ্ছে অরণ্য সপ্তাহ। চলবে ২০ জুলাই পর্যন্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মূল অনুষ্ঠানটি হবে বাসন্তী ব্লকের সরকারি বিদ্যালয়ে। সেই অনুষ্ঠানে জেলার সভাধিপতি সামিমা শেখ–সহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এবং জেলার মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। জেলার বনাধিকারিক লিপিকা রায় জানালেন, এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকে ২ লক্ষ চারা বিতরণ করা হবে। ১৭ জুলাই আলিপুরে জন সাধারণের মধ্যে গাছ বিতরণ করা হবে। জন প্রতি ২টি করে গাছ দেওয়া হবে। এবারের অরণ্য সপ্তাহের শ্লোগান 'গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও'। জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ জানিয়েছেন, বর্ষার সময় ১০০ দিনের কর্ম নিশ্চিৎ প্রকল্পে বৃক্ষরোপনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখতে গাছ লাগানার চেয়ে আর বিকল্প পথ নেই।

যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: কাকদ্বীপ থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে কালনাগিণী খালের পাড় থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। মৃত যুবকের সঠিক পরিচয় এখনও জানা যায়নি।মৃতের হাতের উলকিতে তপন নাম লেখা আছে। যুবকের নাম তপন বলে পুলিশের ধারণা। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে সাগরের বাসিন্দা বছর তিরিশের এই যুবক নিয়মিত কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে আসতেন। রোগীকে ভর্তি করানো থেকে চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজ করতেন তিনি। শুক্রবারও দু'জন রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত হাসপাতালে ছিলেন। তারপর থেকে আর ফেরেননি। যুবকের পরিচয় জানার জন্য হাসপাতালে ভর্তি কয়েকজন রোগী ও আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছে পুলিশ। তবে খুন, আত্মহত্যা না দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। দেহটির ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশ মৃত্যুর কারণ নিয়ে নিশ্চিত হবে।

টুকরো–টাকরা

দুই অফিসারের কৃতিত্ব

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, সোনারপুর: ৩৫ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে ঘরের মেয়েকে রাজস্থান থেকে ফিরিয়ে আনল সোনারপুর থানার অফিসার আশিস চক্রবর্তী ও রনি সরকার। ঘটনাটি ঘটেছে কয়েক মাস আগে। মেয়েটির নাম তৃষ্ণা চক্রবর্তী (১৮)। ২৪ মে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হওয়ার জন্য মেয়েটি দুঃখে শোকে মর্মাহত হয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে, চলে যায় রাজস্থানে। তৃষ্ণার বাবা–মা সোনারপুর থানায় এসে ডায়েরি করেন। শুরু হয়ে যায় মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন ধরে খোঁজার পালা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোনও খবর পাওয়া যায়নি। হঠাৎ একদিন আশিষবাবু ও রনিবাবু গোপনসূত্রে খবর পান তৃষ্ণা রাজস্থানে আছে। অফিসাররা মেয়েটির বাবা–মাকে নিয়ে রওনা হন রাজস্থানের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে ওই দুই অফিসার তৃষ্ণাকে উদ্ধার করে তার বাবা–মায়ের হাতে তুলে দেন। সোনারপুর থানার পুলিশ অফিসারদের এই ভূমিকায় খুশি অঞ্চলবাসী।

মাদক বিরোধী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: এবার আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পালিত হল সোনারপুর থানার উদ্যোগে। সকাল থেকেই ব্যস্ত ছিলেন থানার নতুন আইসি অনিল রায় ও থানার সকল মহিলা সিভিক ও গ্রামীণ পুলিশকর্মীরা। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা থানায় উপস্থিত হতেই শুরু হয় মাদক বিরোধী মিছিল। পুলিশের এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন স্বাস্থ্য বিভাগের মহিলা কর্মীরা, ব্যান্ড পার্টি এবং কিছু আর জি পার্টির সদস্যরা। গতবছর এই র‍্যালিতে সামনের সারিতে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এসপি প্রবীন ত্রিপাঠী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মন্ত্রী, সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণের বিধায়কেরা। এবার সেই তুলনায় অনেকটাই ম্লান ছিল মাদক বিরোধী দিবসের এই অনুষ্ঠান।

পুকুর দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: স্থানীয় একটি পুকুর দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ক্যানিং থানার হাটপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোল্লা পাড়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পুকুরের দখলদারি নিয়ে তৃণমূল কর্মী আব্দুল রসিদ মোল্লার সঙ্গে আহমেদ মোল্লা এবং আবু বক্কর মোল্লার বিবাদ চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। ৫ জুলাই রাতে হঠাৎই ১৪–১৫ জনের একটি দুষ্কৃতী দল রসিদ মোল্লাদের আক্রমণ করে। এতে জখম হন ৪ জন। অভিযোগ, এই হামলার পিছনে মদত জুগিয়েছে সিপিএম। এভাবেই একটি স্থানীয় কাজিয়া রাজনৈতিক রূপ নিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আহতদের। এদের মধ্যে আব্দুল রসিদ মোল্লার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এখনও সেখানে চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় ক্যানিং থানায় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদের মধ্যে গত ৭ জুলাই রাতে পিয়ার আলি মণ্ডল, আব্দুল মোল্লা, আরজেদ মোল্লাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

সরতে হল সুরঞ্জনাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন সুরঞ্জনা চক্রবর্তীকে সরিয়ে দিলেন নতুন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জায়গায় নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন জীবন বৈরাগী। প্রসঙ্গত, সুরঞ্জনা চক্রবর্তী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দলীয় এক কর্মীর সঙ্গে কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। সেই মন্তব্যের ফুটেজ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় রাজ্য জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি। অনেকে মনে করছেন সেই ঘটনার জেরেই সুরঞ্জনাকে সরতে হল। জীবন বৈরাগী বর্তমানে জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ পদে আছেন। তিনি গত বোর্ডে জেলার শিক্ষা দফতরের কর্মাধ্যক্ষও ছিলেন।

প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ ও ২, দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের ডাকে কয়েকশো তৃণমূল কর্মী–সমর্থক রেল বাজেটে বাংলাকে বঞ্চিত এবং পার্লামেন্টে তৃণমূলের মহিলা সাংসদদের হেনস্থার প্রতিবাদে মিছিল করে।

নেতাজি তথ্য প্রকাশে পদযাত্রা

আজাদ বাউল: সারা ভারত জুড়ে 'অধিকার যাত্রা'র কলকাতা অধ্যায়ে গত ১০ জুলাই ধর্মতলায় এক নেতাজি অনুরাগীদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক অন্লান কুসুম ঘোষের আহ্বানে বিভিন্ন নেতাজি আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত সংগঠন নেতাজি সম্পর্কিত যাবতীয় নথি প্রকাশের দাবিতে শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। নেতাজি পরিবারের পক্ষে চন্দ্র কুমার বসু নরেন্দ্র মোদিকে নেতাজি ফাইল প্রকাশের ব্যাপারে সিট গঠনের দাবি জানাবেন বলে অবহিত করেন। স্বামীজি নেতাজি আইডিয়াল ইউথ সোসাইটির পক্ষে ডঃ গৌতম পাল, নেতাজি চেতনা মঞ্চের পক্ষে শুভাশিস চৌধুরী প্রমুখ পদযাত্রায় সামিল হন। ডাঃ মধুসূদন পাল, বিজয় নাগ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

নবীন বরণ

শিক্ষামন্ত্রী হবার পর নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র বেহালায় নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। ছবি: সোম তাপস।

শিক্ষকের মারে মেধাবী পড়ুয়া গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিক্ষকের মারে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক স্কুল ছাত্র। জখম ছাত্র সোমনাথ ভুঁইয়া কাকদ্বীপের নারায়ণপুর লক্ষ্মীনারায়ণ মাধ্যমিক নবম শ্রেণীতে পড়ে। স্থানীয় ঈশ্বরীপুরের বাসিন্দা সোমনাথ মেধারী ছাত্র। পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়ছে এই স্কুলে। বরাবর প্রথম হয় সে। গত মঙ্গলবার টিফিনের পর ক্লাস শুরুর কয়েক মিনিট পরে ঢুকতে চায় সোমনাথ। শাস্তির জন্য ক্লাসের মধ্যে সোমনাথকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেন শিক্ষক। অভিযোগ, এরপর ক্লাস নিতে আসেন ভুগোলের শিক্ষক উৎপলবাবু। উৎপলবাবু এসেই সোমনাথকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। ক্লাসের ছাত্ররা শিক্ষকের এই আচরণে হতবাক হয়ে যায়। এই সময় সোমনাথ প্রতিবাদ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন শিক্ষক। ক্লাসের মধ্যেই বেধড়ক মারতে থাকেন উৎপলবাবু। সোমনাথের অভিযোগ কিল, চড়, ঘুষির সঙ্গে লাথিও মারেন স্যার। পরে জামার কলার ধরে স্কুলের সিঁড়ি দিয়ে মারতে মারতে সোমনাথকে নামায় উৎপলবাবু। এইসময় শিরদাঁড়ায় চোট পায় সে। সহপাঠীরা এসে সোমনাথকে শিক্ষকের হাত থেকে রক্ষা করে। স্কুলের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে সে। নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। বিষয়টি প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সম্পাদককে জানান সোমনাথের বাবা পঞ্চানন ভুঁইয়া। পঞ্চাননবাবুর অভিযোগ, আমার কোনও কথা শুনতে চাননি প্রধান শিক্ষক। উল্টে থানায় যাতে অভিযোগ না জানাই তার জন্য ভয় দেখায়। পরে থানায় অভিযোগ জানাই। কিন্তু ছেলের অবস্থা ভাল নয়। এখনও স্বাভাবিক হয়নি। আমরা অভিযুক্ত শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন শাসমল বলেন, 'নবম শ্রেণীর ছাত্র সোমনাথকে মারধরের ঘটনা শুনেছি অন্য ছাত্রদের থেকে। ছাত্রটি ক্লাসে প্রথম হয়। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। ওই ছাত্র দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠে স্কুলে আসুক আমরা তাই চাই'।

মারাকানায় মারকাটারি

একের পাতার পর

পরে ঘানার কাছে কিছুটা বেগ পেলেও ফের সেমিফাইনালে ব্রাজিলকে ৭ গোল দেওয়ার পর জার্মানদের নিয়ে কার্যত ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে। এমনিতেই হিটলারের দেশ। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর তাবড় শক্তিধর দেশের বিরোধী তকমা পান তারা। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্র হোক আর ফুটবল মাঠ, সর্বত্রই জার্মানদের দাপট দেখবার মতো। বিশেষ করে এদের জাত্যাভিমান নিয়ে সারা বিশ্ব আলোচনা করে। এহেন ফেভারিট জার্মানের সঙ্গে খেলার আগেই অনেকে হারিয়ে দিতে চাইছে আর্জেন্টিনাকে। এখানেই বোধ হয় তারা বিরাট ভুল করছেন। কারণ, তাদের এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন মারাদোনার পর মেসি ফুটবল দুনিয়ায় যে আসন পেয়েছেন তা কোনও জার্মান ফুটবলারের সাধ্যে নেই। হয়ত ক্লোজে রোনাল্ডোকে টপকে বিশ্বের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন, মুলার–ওজিলরা জীবনের সেরা ফর্মে রয়েছেন। তাও ওস্তাদের মার শেষ রাতের মতো মেসির একটা ফ্রিকিক বা একক মুভমেন্ট খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এখানেই আর্জেন্টিনার জাদু। মারাদোনা যেভাবে জার্মান বধকে সামনে রেখে ফুটবলারদের তাতাতেন মেসি কিন্তু তা করেন না। কিন্তু নিজের বাঁ পায়ের জাদুর দ্বারা গোটা দলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। মারাদোনা যেরকম মিশুকে স্বভাবের মেসি তার উল্টো। কিন্তু গুরুর বাঁ পায়ের মতোই মেসির পাও একই রকম ধারাল।

একটা ছোট্ট সুযোগ থেকে পুরোও ম্যাচের রং পাল্টে দিতে পারেন তিনি। রবিবারের ফাইনালে এইদিকে নিশ্চয় নজর রাখবেন জার্মান কোচ। আর এখানেই হয়ত তিনি ভুলও করবেন। মেসিকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে হয়ত দেখা যাবে বাকি দশ জন আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ৯০ সালের পেনাল্টি গোলে হারার বদলা নিতে মারাদোনার ছবিকে সামনে রেখে নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছেন মেসিরা।

শঙ্করী প্রসাদ বসু চলে গেলেন

একের পাতার পর

অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার মতো সাধারণ ছেলেকে তিনি কাজের ব্যাপারে সদা উৎসাহিত করতেন। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় সত্যেন চৌধুরীর মৃত্যুর পর তিনি আমাকে 'রাখাল বেণু'–প্রকাশের কাজে উৎসাহিত করতেন। আমৃত্যু তিনি রাখাল বেণু'র সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তাঁর ব্যবহার এত সুন্দর ছিল, সামান্য কাজেই তিনি এত স্বীকৃতি দিতেন যা বিস্ময় সৃষ্টি করত। বাবার নিকট বন্ধু ছিলেন তিনি। অসুস্থ দেহে আমাদের বাড়ির আনন্দ উৎসবে যোগদান করে বহুক্ষণ ছিলেন। বাবার সঙ্গে তার বহুদিনের সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তিনি এই অধমকে যে প্রশ্রয় এবং স্নেহাশীর্বাদ বর্ষণ করতেন, তাতে আমি ধন্য, গর্বিত। স্যারকে প্রণাম। এরকম গবেষক আর বিশেষ আসবেন না।

আবেগ আছে

একের পাতার পর

রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়েছেন নরেন্দ্রভাই দামোদর দাস মোদি। ভোটের আগে তাঁর গালভরা প্রতিশ্রুতিতে মজেছিল গোটা দেশ।

জোড়া বাজেটের পর সেই ফানুসটাই কার্যত ফাটতে শুরু করে দিয়েছে। বিরোধীরা এর প্রতিবাদে যথারীতি রাজনীতি শুরু করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে থাকেন তাঁদের একটাই প্রশ্ন এভাবে কি 'আচ্ছে দিন' আনা সম্ভব। এটাই কি 'আবকি বার মোদি সরকার'এর প্রকৃত রূপ। যা এতদিন হয়ত মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ইউপিএ–২ সরকারের লাগাম ছাড়া দুর্নীতি এবং জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের অধিকাংশ মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার পরিবর্তনের মরিচিকার মতোই দেশের এই পালাবদলেও একইরকম নৈরাজ্য কাজ করছে। রাজ্যের ঝুলিতে পদ্মফুলের দল কোনও নতুন উপহার সামগ্রী দিতে পারেনি। আর্থিক বাজেট থেকে রেল সবেতেই শূন্য পেয়েছে বাংলা। এটা ঠিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর বশংবদ তৃণমূল নেতারা রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই রাজ্যের জন্য যেসব প্রকল্প নিয়েছিলেন তার অধিকাংশই অযৌক্তিক এবং ভুলে ভরা। নতুন সরকার সেইসব অন্তঃসারশূণ্য নীতি ছুঁড়ে ফেলে দিন ঠিক আছে। তা বলে বাংলাকে যদি দুয়োরানীর মতো দেখতে থাকেন তাহলে কিন্তু দারুণ ভুল করবেন। মোদিজী ভুলে যাবেন না, আপনি বা আপনার দলের গড়ে ওঠার পিছনে বঙ্গ সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। মমতার বাংলাকে 'টাইট' দিতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদের বঙ্গভূমিকে এভাবে উপেক্ষা করা কি ঠিক? দেশের সাধারণ মানুষের রুজিরুটির সমস্যা এবং কাজের ব্যবস্থার করার দিকে এই বাজেটে আপাত দৃষ্টিতে কিছু বলা নেই। যা রয়েছে তা আবেগে ভরপুর, যুক্তির ধার ধারে না, তৃতীয় বিশ্বের উন্নতশীল একটি দেশে জাপানের মতো প্রযুক্তির ট্রেন চাইছেন অথচ প্রাথমিক ব্যাপারে কোনও নজরই নেই এই বাজেটে। বল্লভভাই প্যাটেল দেশের একজন বরণীয় মানুষ। এই কথা সকলেই স্বীকার করবেন। তা বলে হঠাৎ করে বল্লভভাইয়ের মূর্তি নির্মাণে খোলামখুচির মতো এত কোটি টাকা বরাদ্দ করার বিষয়টিও আশ্চর্যজনক। নেহরু–গান্ধি পরিবারের বাইরে হাঁটতে গিয়ে যদি তাদের বিরোধী বল্লভভাইয়ের মূর্তিতে এত খরচ করা যায় তবে দিল্লির বুকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের এই ধরনের বড় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগও তো নেওয়া যেত। এখানেই প্রাদেশিকতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গুজরাটের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই নিজেকে তুলে ধরছেন। গোটা দেশ তার কাছে সেভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে না। ব্র্যান্ড মোদি এই বাজেটের পর অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। অনেক সাধারণ বিষয় চোখ এড়িয়ে গিয়েছে তাঁর। রেলকে ঢেলে সাজানোর কথা বলা হলেও এর আঁতুরঘরে ঢুকে সমস্যা সমাধানের দিশা নজরে আসেনি। তাই দালালচক্র থেকে টিটি, প্যান্ট্রিকার থেকে সাফাই কর্মী কোনও দিকেই নজর নেই এই সরকারের। ব্যাপক জনাদেশ পেয়ে এখনও শূন্যে বিচরণ করছে টিম মোদি। বাস্তবের রুক্ষ ভূমিতে নেমে আসার কোনও প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়নি তাঁর যুগল বাজেটে। তবে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে এই সরকারের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালন বেহালায়

সুদীপ কুমার দাস, বেহালা: ১৯০১ সালের ৬ জুলাই ভারতীয় ইতিহাসের নবতম সূচনার অন্যতম ভিত গঠনকারী জন্ম নেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ও যোগমায়া দেবীর পুত্র রূপে।

বর্তমান ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করেছে ভোট ব্যাঙ্কের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে সেই বিজেপি দলের ভাবদর্শন সৃষ্টিকারী ডঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালিত হয় দেশের নানা স্থানে। বেহালা অঞ্চলেও নানা জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় তার জন্মদিবস।

ঠাকুরপুকুর অঞ্চল থেকে বেহালা পূর্ব ও পশ্চিমের সব ওয়ার্ডের বিজেপি সদস্যরা একটি র‍্যালির আয়োজন করে যা বেহালা সত্যেন রায় রোডে শেষ হয়। সেখানে নির্মিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচন করে তাতে মাল্যদান করেন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি রাহুল সিনহা। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে যখন পূর্ব পাকিস্তানের পতাকা উঠেছিল, সে সময় প্রথম গর্জে উঠেছিলেন যে বাঙালি, তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একদা তিনি ছিলেন ভারতের শিল্পমন্ত্রী। ১৯৫১ সালে তিনিই

ছবি: তথাগত ঘোষ

জন্ম দেন ভারতীয় জন সঙ্ঘের। পরে তার ভাবাদর্শ মেনে তৈরি হয় আজকের বিজেপি। সেই মহান ব্যক্তিত্বের মূর্তি গঠনকারী বেহালাবাসীদের আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

STAR HOMOEOPATHIC LABORATORY

(Manufacturer of Homoeopathic & Biochemic Medicine)

FARTABAD

(NEAR KATHERBARI)

GANGULY PARA, P.O. GARIA

KOLKATA- 700 084,

WEST BENGAL

033-24620977/9432226097

সীমানা ছাড়িয়ে

মহারাষ্ট্রের অনাঘ্রাত উপত্যকা মহাবালেশ্বর

সুজিত চক্রবর্তী

পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় ঘেরা ''মহাবালেশ্বর।'' উচ্চতায় ১৩৭২ মিটার। অতি প্রাচীন পাহাড়ি খুব সুন্দর শহর। তামাটে পিঙ্গল রং–এর শিলায় সবুজ গালচে পড়া মহাবালেশ্বর রূপ

বর্ষায় বদলায় যা সত্যি অকল্পনীয় এবং দৃশ্যে ঘেরা পরিবেশ। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশরা এই স্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলেন। শীতের আধিক্য কম হবার জন্য সাধারণ গরম পোশাকই যথেষ্ট থাকায় এখানে বেড়াবার মরশুম সবসময়ই। ইতিহাসে আছে অতীত কেবল হিন্দুদেরই প্রবেশ–এর অধিকার ছিল। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটান 'জেনারেল লোউইক'। ১৮২৪–এ সর্বপ্রথম।

অতীতে বীর শিবাজির হাতে তৈরি প্রতাপগড় দুর্গ বিধ্বস্ত হলেও এর আকর্ষণ কম নয়। পথে শিবাজির আরাধ্য দেবী ''ভবানী মাতা মন্দির''। সবথেকে উঁচুতে শিব দূর্গা। ১৯৫৩ সালে এখানে শিবাজি মহারাজের মূর্তি তৈরি হয়েছে। এই দূর্গে পশ্চিমদিকের একটি জায়গা থেকে বন্দীদের দু'হাজার ফুট নিচু কোঙ্কন উপত্যকায় ফেলে দেওয়া হত শাস্তি হিসেবে। আহমেদনগরের সুলতানের দূত আফজল খাঁকে এই দূর্গেই বাঘনখ দিয়ে বধ করেন শিবাজি। সেই আফজল খাঁ ও তার দেহরক্ষীর মৃত দেহকে সমাধিস্থ করা হয়েছে টাওয়ারে। তাদের মুণ্ডু সেই স্থানে সমাধিস্থ অবস্থায় রাখা হয়েছে। রয়েছে ''রবারস কেভ''। অতীতের এক দৈত্যপুরী যেন। পরবর্তীকালে শিবাজি আশ্রয় নেন এই স্থানে।

বর্তমানে বিষাক্ত গ্যাসের জন্য ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। মহাবালেশ্বরের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ ১৩ শতকের কৃষ্ণাবাঈ মন্দির। শহর থেকে প্রায় ৫.৪ কিমি দূরে পঞ্চগঙ্গার মন্দির বা কৃষ্ণবাঈ মন্দির। মহাশিবরাত্রীতে এখানে জমকালো উৎসব হয় যা দেখার জন্য দূর দূর থেকে পর্যটকরা এসে শহর কে করে তোলে একদম গমগম, জমজমাট। এরই একটু নিচে রয়েছে ''অতিবালেশ্বর ও মহাবালেশ্বর মন্দির। মন্দিরের নামে থেকেই এই শহরের নামকরণ। কথিত আছে যে অতিবল ও মহাবল দুই দৈত্য ভাই। ক্রমাগত ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে জর্জরিত করে তোলেন তাদের দুষ্ট প্রাপ্তক্ষমতার বলে। তখন বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণরা স্মরণ করলেন বিষ্ণুদেবতাকে। অতি সহজেই বিষ্ণু অতিবলকে হত্যা করলেন। মহাবলের বিক্রমের কাছে বিষ্ণুর দেওয়া মায়া সফল হল না। মহাবল বিষ্ণুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন ও তাঁকে বধ করার জন্য অনুরোধ করেন। আর তাঁর ইচ্ছা রাখলেন স্বয়ং মহাদেব শিব ওঁকে বধ করে। অতীতের সেই যুদ্ধকে স্মরণীয় করতে গড়ে ওঠে এই অতি বালেশ্বর ও মহাবালেশ্বর–এর সুদৃশ্য, ঐতিহ্যপূর্ণ, অতি সুন্দর ইতিহাস ঘেরা এই মন্দির। এই মন্দির থেকে দু'পা নামলেই রয়েছে রামেশ্বর মহারাজের মঠ। আর এক অভূতপূর্ব আকর্ষণ ''আর্থার সিট বিউটির স্পট'' প্রায় ১৩৪৭ মিটার উঁচুতে। এখান থেকে চারিদিকে তাকালে যেন এক অজানার নেশা ও ভাল লাগার ছন্দে আবদ্ধ করে ফেলে। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসুন অতীতের সাহেবদের শিকারস্থল হান্টিং পয়েন্টে। যেখানে থেকে কলকল শব্দে বয়ে চলা সাবিত্রী নদীর শব্দ বেশ মধুর। দূরে ''কয়নাভ্যালি'' ও ''চিনাম্যান ফলস'' এর পাশে ''চেরিংটন পয়েন্ট।'' এখানাকার স্ট্রবেরি, টেরি, এলাচ খুবই প্রসিদ্ধ। বিপুল উৎপাদন হয় ক্ষেতে। প্যাকেজিং হয়ে বাইরে যায় সঙ্গে নিয়েও আসতে পারেন। অবশ্যই অন্য শহরের তুলনায় এখানে এর দাম কম।

কিভাবে যাবেন: মহাবালেশ্বরে যাবার কোন অসুবিধাই নেই। রেলে বা বিমানে পুনে নেমে রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস বা ট্যাক্সি করে ১২৪ কিমি পথ পাড়ি দিতে হয়। আবার মুম্বই থেকেও বাস ও ট্যাক্সি ছাড়াও এম–টি–ডি–সি–র লাক্সারি বাস রয়েছে ঘন ঘন মহা বালেশ্বরের মাহাদ শহর পর্যন্ত। অত্যুৎসাহী যাত্রী যারা পথকে চেনার খোঁজে বেড়িয়েছেন তারা পুনে–মহাবালেশ্বর পথেই আরও এক পৌরাণিক স্থান ওয়াই–ও তে বেড়িয়ে নিতে পারেন।

কৃষ্ণানদীর ওয়াই–ও তে রয়েছে গণেশ–শিব–লক্ষ্মীর অনবদ্য মূর্তি সমন্বিত মন্দির। কারণ ওয়াই–ও–র আরও ৬ কিমি উত্তর পশ্চিমেই অবস্থান পণ্ডবগড়ের। এখানকার জলবায়ুও খুবই প্রাণবন্ত সুন্দর। ফুলে প্রেমের মাঝে পড়ে যেতে পারেন মহাবালেশ্বরের যাত্রীরা। প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যেই যেন রয়েছে এক অভিনবত্বের ছাপ। কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে রয়েছে দ্রুততম ট্রেন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, মুম্বাই জনতা এক্সপ্রেস, মুম্বই মেল ইত্যাদি। তবে কলকাতা যাত্রীদের নাগপুর হয়ে যাওয়াই সুবিধে, কারণ সময় ও ভাড়া দুইয়েরই সাশ্রয় হয় এতে।

কোথায় থাকবেন: বাস স্টেশন ঘিরেই রয়েছে অজস্র থাকার জন্য হোটেল লজ, হলিডে হোম থেকে নানান ধরনের মাথা গোঁজার স্থান। প্রধানত এপ্রিল থেকে জুন আর দেওয়ালি ছাড়া সারা বছরই থাকে 'অফ' সিজন, অর্থাৎ হোটেলগুলিতে তখন রেটের ওপর চড়াই–উৎরাই। রয়েছে হোটেল মহাবালেশ্বর, হোটেল অনুপম, স্যাভয় ও ব্লু হেভেন। যেখানে থাকার খরচ আপনার পকেটযোগ্য।

তবে আর দেরি নয় পাহাড় ঘেরা এই অপূর্ব স্থানে ঐতিহাসিক স্মৃতি ঘেরা ইতিহাসের বর্তমানের সাক্ষী হবার জন্য আজ থেকেই শুরু হক কল্পনা জল্পনা ভালবাসা সহ যাবার তোড়জোর। বেড়িয়ে পড়ার উদ্দেশ্য।

এমন কেন হয়?

আমরা মরি পেটের জ্বালায়
তোমরা খাবার ফেল অবহেলায়
আমরা পথে পথে ভিক্ষা করি
তোমরা ব্যাঙ্কে জমাও টাকা কড়ি
আমরা কাঁপি শীতের হাওয়ায়
তোমরা গা ঢাকো গরম জামায়
যখন গরম পড়ে বেশী বেশী
ঘরে ঘরে চালাও এ.সি.
কেউ বা রাস্তায় শুয়ে দিন কাটায়
কেউ মাতে ফ্ল্যাটের নেশায়
দেখে ওদের চোখের জল
নাক সিঁট্‌কোয় বাবুর দল
বলে ওরা: গরীব লোক

ওদের কিসের দুঃখ শোক?
সবাই বলে: আপনি খুব দুর্বল:।
হতে পারি আমি আসলে তাই
এসোনা সবাই মিলে দুঃখ ঘোচাই
পরের দুঃখ ঘোচাবোই
নাইকো আমার ভয়,
কেন এমন হয়—
চারের পরে পাঁচ
পাঁচের পর ছয়।

ইন্দুভুষন ভট্টাচার্য্য
রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান

খামখেয়ালি বৃষ্টির কোপে চাষীরা বিপন্ন, চাষ ছাড়ছেন অনেকে

গত ১ জুলাই বিকেলের দিকে কালাষাঢ়ের (কাল বৈশাখীর ধরণ) কেরাণী মারা বৃষ্টিতে শহর কলকাতা ভাসল। অথচ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গ্রামে গঞ্জে বৃষ্টি নেই। চাষের মাঠ রীতিমতো জ্বলছে। অনেক চাষী বীজতলা তৈরি করতে পারেনি। অনেকের বীজতলা তৈরি, কিন্তু পর্যাপ্ত জল না থাকায় তাকে রোপণ করা যাচ্ছে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাষীদের সঙ্গে কথা বলে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করেছেন আমাদের প্রতিনিধি সাংবাদিক সরকার।

মন্দিরবাজার থানার মূলদিয়া গোবিন্দবাটির বাবুরাম ঘোষ (৬২) ২৬ বিঘা জমির জন্য ৬০০ টাকা খরচ করে ৭২ পালি ধান থেকে বীজতলা তৈরি করেছেন। জলের অভাবে ওই বীজতলা রোপণ করতে পারছেন না। ওই থানার রঘুনাথপুরের অনুপ নস্কর (৩৫)-এর ৬ বিঘা জমি। ৭ পালি বীজধান থেকে বীজতলা তৈরি করেছেন। এঁর কিছুটা জমি নিচু, কিছুটা উঁচু। নিচু জমিতে খালের জল তুলে বীজতলা পুঁতবেন বলে ভাবছেন। কিন্তু উঁচু জমিতে তা সম্ভব হচ্ছে না। এখানকার মাধবপুরের গৃহবধূ চম্পা হালদার জানালেন, তাঁদের গ্রামে জলের অভাবে চাষ বাতিল হতে চলেছে। এ গ্রামের সন্তোষ নস্কর ৬০০ টাকা খরচ করে ৩ বিঘা জমির জন্য ৩০ কেজি'র বীজধান থেকে বীজতলা তৈরি করেছেন। বৃষ্টির জল না থাকায় তা বসানো যাচ্ছে না।

জয়নগর থানার মায়া হাউরি গ্রামের তাপস হালদার (৩২) জানালেন, বর্ষায় আর বৃষ্টির দেখা মেলে না। তাই তিনি জমি চাষ করা ছেড়ে দিয়ে জমিতে ইট ভাঁটার ব্যবসা করছেন। মথুরাপুরের শিবপুর গ্রামের কল্যাণ হালদার (৪৫) লোক দিয়ে চাষ করান। ৮০০ টাকা খরচ করে ১২ পালি বীজধান থেকে বীজতলা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু জলের অভাবে তা বসানো যাচ্ছে না। খেত মজুররা বেকার হয়ে পড়ছেন। নালুয়া গ্রামের অসিত দাস (৪৯)-এর ৪০ কেজি বীজধান রক্ষিত ছিল। ওই বীজধান থেকে তলা বানানো হয়েছে। জলের অভাবে বসানো যাচ্ছে না। ক্যানিং থানার পূর্ব নারায়ণপুর জীবনতলার কমল নস্কর (২৭) ৪৬০ টাকার ৯ কেজি বীজধান ২ বিঘা জমি চাষের জন্য তলা বানিয়ে জলের আশায় চাতক পাখির মতো আকাশের মেঘ গুনে যাচ্ছেন। কুলতলী থানার ভুবনেশ্বরী মঈপীঠ গ্রামের টান্টু জানা (২৮) জানালেন, আড়াই হাজার টাকা খরচ করে ৫ বিঘার জন্য ৫০ কেজি বীজধান থেকে তলা তৈরি করে বেকার বসে আছেন। জলের অভাবে রোপণ করা যায়নি। বৃষ্টির জল না থাকায় ওই তলায় ল্যাদা পোকা আক্রমণ করেছে। এই থানার রাধাবল্লভপুর গ্রামের তরুণ যুবক মহঃ রফিক (২৮) জানালেন, তিনি ধান চাষ করেন না। ভেরীর পাশে ১৫ বিঘা জমিতে সব্জি চাষ করেন। কম বৃষ্টি তাঁর পক্ষে আশীর্বাদ। বেশি বৃষ্টি ক্ষতি, তিনি মনে করেন বর্ষায় যখন বৃষ্টি হবেই না তখন আমন ধানের চাষ ছেড়ে সবারই সব্জি চাষে মন দেওয়া উচিৎ। জয়নগরের সাহাজাদাপুর গ্রামের শ্রীদাস মণ্ডল (৪০) রফিকের কথা মতো ধান ছেড়ে ৫/৬ বিঘা জমিতে সব্জি চাষ করে চলেছেন। ঢেঁড়স আর টমেটোর ফলন খুব ভাল হয়। তবে জলের অভাবে চাষে বিঘ্ন ঘটছে। আশে পাশের পুকুর সেচে চাষ করায় সব পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে। স্যালোর জলে টান ধরেছে। ঢোলার মহঃ নুরভক্ত হালদার (৪০)-এর ৭ বিঘা জমির ৩০ কেজি. চুনখুসির আজনত খাঁ (৫০)-র ১ বিঘা জমির ৫ কেজির বীজ ধানের তলা জলের অভাবে মরতে বসেছে। উস্তি থানার দেউলা মহিষামুড়ির পাঁচুগোপাল মান্না (৫৬)-র আগে অনেক জমি ছিল, এখন মাত্র ২ বিঘা জমি রয়েছে। হাজার টাকার খরচ করে ৮ পালি ধানের বীজ থেকে তলা তৈরি করেছেন অনেক কষ্টে। বৃষ্টির অভাবে পোঁতা যাচ্ছে না। জলের অভাবে জমিতে চাষ না হওয়ায় এটুকু জমিও আর অদূর ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখা যাবে না। কাকদ্বীপের রাজনগর গ্রামের তুষার কান্তি জানা (৩৬) জানালেন, যে তিনি ভাগে ৩ বিঘা জমিতে চাষ করেন। আগের চাষ থেকে সংগৃহিত ২২ কেজি ধান থেকে বীজতলা তৈরি করে পুঁতেছেন। জমি নিচু হওয়ায় একটু বৃষ্টিতেই জল জমে যায় তাই কিছু জল, সেচে বের করতে হবে। এই থানার ১২ নম্বর তক্তিপুর গ্রামের শচী দুলাল হালদার (৩৭) জানালেন, সাড়ে ৮ বিঘা জমিতে ৮০০ টাকা খরচ করে ৪৫ কেজি কাঁকরী বীজধান দিয়ে চাষ শুরু করেছিলেন। জৈষ্ঠ্য মাসে হঠাৎ অতি বৃষ্টিতে তা নষ্ট হয়। পরে পেকে ধান ১৫ কেজি থেকে বীজ থেকে বীজ তলা তৈরি করে রোপণ করা হয়েছে। আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য চাষে বিঘ্ন ঘটছে। কাকদ্বীপ স্টেশন লাগোয়া উঃ গোবিন্দপুরের সূর্য দাস (৬৩) ২২ বিঘা জমির জন্য ৫ হাজার টাকা খরচ করে ১ কুইন্ট্যাল ধান থেকে ভাল বীজ তলা তৈরি করেছেন। ভাল বৃষ্টি না হলে চাষ পণ্ড হবে।

পুকুর বেড়িয়ায় সুকুমার মাইতির নিচু জমি। তাঁর জমিতে যে জল আছে তাতে চাষ হবার আশা আছে। লক্ষ্মীকান্তপুরের শুভাশিস হালদার (২৪) জানালেন, এখনও পর্যন্ত কোনওক্রমে চাষ হচ্ছে। তবে শ্রাবণে ধারা না নামলে সর্বনাশ হবে। শ্রাবণের বৃষ্টির আশায় দিন গুণছেন পাথর থানায় গোপালনগর অঞ্চলের দুর্গা

গোবিন্দপুরের নির্মল গিরি (৭২)-র বীজতলা তৈরি হয়নি। জলের আশায় দিন গুনছেন গঙ্গাধরপুরের ১৫ বিঘা জমির মালিক বিনয় মণ্ডল, লক্ষ্মীপুরের ৫ বিঘার মালিক সত্যপদ মিশ্র (৫০)। সাগরে চাষের ক্ষেতে রয়েছে তীব্র জলাভাব। সুমতীনগরের ডাঃ বিমল মাইতি (৬০) জানালেন, ৫ বিঘা জমির জন্য ২৫ কেজি বীজধান থেকে বীজতলা তৈরি হয়েছে। বৃষ্টি ঠিকমতো না হওয়ায় চাষ বিপন্ন হবে।

মাটি ও মানুষ

যথেচ্ছ লুঠ হচ্ছে সমুদ্র সম্পদ, জীবন-জীবিকা বিপদের মুখে

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সমুদ্রের অগণিত প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি আমাদের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু মানুষের লোভের শিকার সমুদ্র উপকূল। অবৈজ্ঞানিকভাবে যথেচ্ছ মৎস্য শিকার, লুণ্ঠন করছে এই সম্পদ। এমনকী জীব বৈচিত্র আক্রান্ত। সমুদ্রের তলদেশ, তুলনামূলক গভীরতা অনুযায়ী তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত – মহীসোপান (কন্টিনেন্টাল সেলফ), মহীঢাল (কন্টিনেন্টাল স্লোপ) এবং সমুদ্রের গভীর অঞ্চল (অ্যাবিস)। এই তিনটি অঞ্চলের মধ্যে মহীসোপান সবচেয়ে অগভীর অঞ্চল এবং পুষ্টিকর খাদ্যে সমৃদ্ধ। এখানকার গভীরতা সর্বাধিক ২০০ মিটার হওয়ায় এখানে প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো প্রবেশ করে। তাই এই অঞ্চলে জীবিত সম্পদের (প্রাণি ও উদ্ভিদ) প্রাচুর্য। বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতীয় সমুদ্র এলাকায় মৎস্য ভাণ্ডারের মোট পরিমাণ ৩.৯২ মিলিয়ন টন। তার ৯৩ শতাংশ (৩.৩৪ মিলিয়ন টন) তীর থেকে ২০০ মিটার গভীরতায়। এই এলাকা উপকূল অঞ্চল থেকেই আসে উৎপাদিত মাছের ৮০ শতাংশ। বাকি ২০ শতাংশ আসে ২০০-৫০০ মিটার গভীরতা থেকে (আইপিএফসি, ১৯৯৩)।

আমাদের উপকূল অঞ্চলের সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে যন্ত্রবিহীন নৌকো ব্যবহার করতেন। প্রচলিত ও গতানুগতিক জাল-নৌকোর সাহায্যে আশানুরূপ আয় করা সম্ভব হচ্ছিল না। দারিদ্র্যক্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁদেরকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়। বস্তুত সরকারি অনুদান ও ব্যাঙ্ক ঋণের সাহায্যে গরিব মৎস্যজীবীরা যন্ত্রচালিত নৌকো ও উন্নতমানের যান ব্যবহার করতে লাগলেন। দু'দশকের মধ্যে সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে যন্ত্রবিহীন নৌকোর ব্যবহার দ্রুত কমে গেল। আর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। মাছের উৎপাদনও যেমন বাড়ল, মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও ঘটল। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে(১৯৭০-১৯৮৯) উৎপাদন এতটা বাড়ল যে সেটা উপকূল অঞ্চলের সম্ভাব্য উৎপাদনকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলল (এমএসওয়াই)। তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৯০-র পরবর্তী সময়) মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ শুরু হল। ইতিমধ্যে নানা কারণে বহির্বিশ্বে ভারতীয় চিংড়ির বিশে, কর বাগদা, গলদা প্রভৃতির চাহিদা বিপুলভাবে বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়ল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন অনেক অর্থবান মানুষ, মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নন এরকম বহু ব্যক্তি, যাদের সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ। এবং বেশ কিছু বহুজাতিক সংস্থাও এ ব্যবসায় নেমে পড়লেন। মোট উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেল। যেখানে ১৯৫০ সালে মোট উৎপাদন ছিল ০.৫ মিলিয়ন টন, ১৯৯৭ সালে মোট লক্ষের কাছাকাছি, ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রায় দশ লক্ষ (আইপিএফসি, ১৯৯৩)। এভাবে সমুদ্রের ০-৫০ মিটার গভীর এলাকায় আরও চাপ বেড়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্রে ২,৪২,০০০ জলযান মাছ মারায় নিয়োজিত। বিশেষজ্ঞদের মতে এই এলাকার মাছের মজুত ভাণ্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে ভেসেলের সংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বেশি (সিএমএফপি, ২০০৪)। মোট উৎপাদনের ৬০ শতাংশ মাছ ধরা পড়ে ট্রলারে, কিন্তু মোট মৎস্য শ্রমিকের মাত্র ২০ শতাংশ সেখানে কাজ পায়।

ভারতের উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের মাছের হাহাকারকে বাড়িয়ে দিয়েছে ছোট, বড় ও মাঝারি ট্রলার-এর নিয়ন্ত্রণহীন অনাচার। ট্রলারগুলো তাদের পছন্দের মাছ নিয়ে নেওয়ার পর বাকি মাছগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেয়। এতে যেমন বিপুল পরিমাণ নানা প্রজাতির মাছ ধ্বংস হচ্ছে, তেমনি জলও দূষিত হচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের অপচয়ের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য সম্প্রতি একটা সমীক্ষা হয়েছিল। সেই সমীক্ষার ফলাফল আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সমীক্ষক সাত মাস ব্যাপী উপকূল চত্বরে রাজ্যের বিভিন্ন বন্দর ঘুরে, ছোট বড় ২০২টি ট্রলারের পরিসংখ্যান ও গোপন সাক্ষাৎকার নিয়ে এবং চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সমীক্ষা অনুযায়ী গড় অপচয়ের পরিমাণ ১২ লক্ষ টনের বেশি (প্রমোদ, জি.

ভারতের উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের মাছের হাহাকারকে বাড়িয়ে দিয়েছে ছোট, বড় ও মাঝারি ট্রলার-এর নিয়ন্ত্রণহীন অনাচার।

২০১০)। এছাড়াও আছে বিদেশি ট্রলারের অনুপ্রবেশ, লাইসেন্সবিহীন ট্রলার এবং দেশি ট্রলারের অবৈধভাবে জলসীমা লঙ্ঘন ইত্যাদি। একই সমীক্ষকের আরও একটি সমীক্ষায় দেখা গেল অবৈধভাবে ছোট বড় মিলিয়ে বছরে গড়ে ৯ হাজার থেকে ১৭ হাজার টন মাছ মারা হচ্ছে (প্রমোদ, জি. ২০১০)। এই ধ্বংসের ঢেউ পশ্চিমবঙ্গে দুই জেলার (দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুর) উপকূলেও (১৫৮ কি.মি) আছড়ে পড়ছে। বেআইনি ও অবৈধ অনুপ্রবেশ হরবকত ঘটছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি মৎস্যজীবীরা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, 'বড় বড় ট্রলার আমাদের এলাকা থেকে সমুদ্র চেঁছে মাছ নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে।' এসব ট্রলার উপকূলের নিকটবর্তী এলাকা থেকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ভাগে থাবা বসাচ্ছে। আবার তাঁদের জাল-নৌকো ও অন্যান্য সরঞ্জাম নষ্ট করে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০২-০৩ সালে যন্ত্রচালিত ও যন্ত্রবিহীন নৌকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৮৯ এবং ৭৮৪। এখন (২০০৯-১০) সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৭২ এবং ২২৮২ (পরিসংখ্যান বিভাগ, পঃবঃ সরকার, ২০০৯-১০)। মাত্র কয়েক বছরেই আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্যজীবীদের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বেড়েছে। শীতের সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্রের চরে শুকো মাছের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যেসব শুকো মাছোর ঘাটি বসে, সেইগুলো সবই সুন্দরবন এলাকায়। সেইগুলো হল জম্মুদ্বীপ, কালিস্থান, সাগরদ্বীপ, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ ইত্যাদি। বিগত কয়েকবছর থেকে জম্মুদ্বীপে কোনও খনি বা সাবাড় বসতে দেওয়া হয় না। এখানকার মৎস্যজীবীরা এই ব্যবসাকে সাবাড় বলেন। উপকূলে সমুদ্র এলাকায় বড় বড় যন্ত্রচালিত নৌকো এবং ট্রলারের অবাধ লুণ্ঠনের ফলে সাবাড় ব্যবসা মার খাচ্ছে। ইউনিট (সিপিইউই) প্রতি উৎপাদন ১৯৯০-৯১, ৯১-৯২, ৯২-৯৩ এবং ৯৩-৯৪ সালে ছিড় যথাক্রমে ১৮৯.৬৯, ১২১.১৯, ১২৫.৫৪ এবং ৭৮.১৯ কোজি (সিআইএফআরআই, ১৯৯৭)। এখানে দেখা যাচ্ছে ইউনিট প্রতি উৎপাদন কমতে কমতে ৪১.২২ শতাংশে নেমে এসেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের বাঁচাতে উপকূলের সমুদ্রে (কোস্টাল এরিয়া) মৎস্য সম্পদকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতেই হবে। এই এলাকাকে চাপমুক্ত করতে বড় বড় ট্রলারের বেআইনি ও অবৈধ প্রবেশ কঠোরভাবে বন্ধ করা দরকার। এলাকার মধ্যে ট্রলিং করতে দেওয়া যাবে না। এছাড়া মৎস্য দফতর থেকে যেসব বিধিনিষেধ তৈরি করা হয়েছে, সেইগুলোকে ঠিকমতো কার্যকরি করতে হবে। চাপ কমাতে আরও দুটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। অভাবি ও ঋণগ্রস্ত যেসব মৎস্যজীবী বিকল্প পেশায় যেতে উৎসুক, তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। যাঁরা কিছুটা আগ্রহী কিন্তু পুরোপুরি মনস্থির করতে পারছেন না, তাঁদেরকেও উৎসাহিত করতে হবে। এবং বিকল্পের সন্ধান দিতে হবে। স্থান-ভিত্তিক বিকল্প প্রকল্প তৈরি এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রুত রূপায়ণ করতে পারলে, মৎস্যজীবীদের মধ্যেও একটা উৎসাহ দেখা দিতে পারে। মৎস্যজীবীদের কোনও পরিকল্পনা সফল করতে হলে তাঁদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা দরকার। মৎস্যজীবীদের, মৎস্য ব্যবসায়ীদের এবং মৎস্য ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের সচেতন করার লাগাতার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সার্বিক প্রচেষ্টায় কোস্টাল ইকোলজি ও মেরিন এনভায়রনমেন্টকে রক্ষা করতে পারলে তবেই ক্ষয়িষ্ণু মৎস্য ভান্ডারকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

মাঙ্গলিকী

রথযাত্রার সন্ধ্যায় উজ্জ্বল সাহিত্য সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা: বায়োলজিতে ফার্স্ট ক্লাস এমএসসি (অবশ্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), এই সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস বিএড। স্বভাবতই বাংলার শিক্ষা জগতে এক উজ্জ্বল নাম। একটি নাম করা স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসের ছাত্রদের বায়োলজির বিশিষ্ট শিক্ষক। বিভিন্ন নাম করা রেজিস্টার্ড সংগঠনের তিনি বিশিষ্ট সদস্য। এই উজ্জ্বল মানুষটিই আবার এক মননশীল কবি, যাঁর নাম আজ বাংলার লিটল ম্যাগাজিন জগৎ ছাড়িয়ে সাধারণভাবে আরও ছড়িয়ে গিয়েছে বিশিষ্ট কবি হিসেবে। বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাতেই তাঁর কলম সদা নিয়ত মননশীল কবিতা রচনায়, বিবিধ বিষয়ে তথ্য পূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখনে। সম্প্রতি স্বামীজিকে নিয়ে লেখা তাঁর অসাধারণ ইংরেজি কবিতা, স্বামীজি দি বেকন অফ লাইট, গত ১২ জুন কলকাতা প্রেস ক্লাবে অল বেঙ্গল এডিটরস অ্যান্ড জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েন্স-এর বিশেষ সভায় বিশেষ স্মারক সম্মান লাভ করে (ওই সভায় আরও এক কবিকে তাঁর কবিতার জন্য সম্মান জানানো হয় তিনি হলেন কবি সুবোধ সরকার)। গত ফেব্রুয়ারিতে টালিগঞ্জে নবনির্মিত টেকনিশিয়াঙ্গ স্টুডিও ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাতে ওই অনুষ্ঠানে যে সব মূল্যবান স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয় তাঁর মধ্যে ছিল এই বিশিষ্ট কবির স্বামীজিকে নিয়ে লেখা কবিতার ফ্রেমড কপি। এই কবিতাটিই কয়েক মাস আগে পশ্চিম পুঁটিয়ারী সাহিত্য সংগঠনের মাসিক সভায় কবি পাঠ করেন। সভায় উপস্থিত, কলকাতা প্রেমী বহু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ বরিষ্ঠ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্ণ কবিতাটি শুনে মুগ্ধ হন, কবিতাটির কপি সসম্মানে গ্রহণ করেন। পরে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে শুধু কবিকে ধন্যবাদ সূচক চিঠি ও ডোভারের পিকচার পোস্টকার্ডই পাঠাননি, সেই সঙ্গে ডোভারের রোটারি ক্লাবে 'কলকাতা ২০১৩-১৪' তাঁর এই স্মারক বক্তৃতায় উক্ত কবিতাটি পাঠ করেন, এই বাঙালি কবি ও শিক্ষাবিদের কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। ও হ্যাঁ, এই বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি যে, একসময়ে তিনি গিটারে ক্লাসিক্যাল মিউজিক বাজানোর পাঠ নেন, বহু সভায় বাজিয়েও শুনিয়েছেন। একটি কাব্যগ্রন্থে কবি শঙ্খ ঘোষ, সুবোধ সরকার প্রমুখ কবির লেখার সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এই কবির নস্টালজিক কবিতা, 'এক চিলতে ছাদ'। এই কবিতাতে অণুরণিত হয়েছে উত্তর কলকাতার ছাদ-সংস্কৃতির অবলুপ্তির কথা (এ ছাদ থেকে ও ছাদের মহিলাদের গল্প, ছাদে ছাদে ছেলে-বুড়োদের ঘুড়ি ওড়ানো, আড্ডা, তরুণ-তরুণীর প্রেম), এই কবিতারই বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি হয়েছে শর্ট ফিল্ম। আবার এই বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেই বহু আর্ট ফিল্মের এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসর। বিশিষ্ট চিকিৎসকদের চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সমৃদ্ধ পত্রিকায় তিনি আমন্ত্রণ পান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে নিয়ে প্রবন্ধ লেখায়, যা এক বিরল সম্মান। আবার ঢাকুরিয়ার সেলিমপুর অঞ্চলের 'স্বপ্ন মঞ্জরী' নামক সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা ও সমাজ সেবামূলক সংগঠনের তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সংগঠনটির নামকরণ তিনিই করেন। এই মানুষটির অন্যান্য উজ্জ্বল দিক যথা- বাগ্মীতা, ফাদার দ্যেতিয়ানসহ বহু বিদেশি বিদগ্ধ জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা আগামী দিনে আলিপুর বার্তার এই মাঙ্গলিকীর কলমে এই

দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদক আরও শোনাবেন – এখন সংক্ষেপে জানানো হচ্ছে গত ২৯-৬ রথযাত্রার সন্ধ্যায় টালিগঞ্জে এই বিশিষ্ট জনের 'আশালতা' আবাসনে (মায়ের নামেই আবাসনটি গড়েছেন) এক অতি সুসজ্জিত সভা ঘরে (বাতানুকূলও বটে) বসে আমন্ত্রিত কবি, সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির আসর। আর এবার বলি এই বিশিষ্ট ব্যাক্তিটির নাম দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় – যে নাম আজ অতি পরিচিত বাংলা শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের বিশাল পরিধির সর্বত্র।

গোড়ায় শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত অথচ উষ্ণ স্বাগত ভাষণে সকলকে আপন করে নিলেন, তবে তাঁর হাত থেকে এবিষয়ে 'ব্যাটন' কেড়ে নিলেন তাঁর সহধর্মিনী, সহমর্মিনী তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এক ঝলক মিষ্টি হাসিতে, উষ্ণ কিছু শব্দ উচ্চারণ করে সকলকে করে নিলেন 'আপনার থেকেও আপন'। সকলে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্য-সদস্যা (তবে অভিযোগও রইল তাঁর কাছে – সারা সন্ধ্যা অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলের জন্যে রাত্রির আহারের ব্যবস্থা করে, সভার শেষে নিজের হাতে তা পরিবেশন করে সকলের উপর বিরাট 'অত্যাচার' করে হয়ে উঠলেন এই সাহিত্য-সংস্কৃতি আসরের 'জননী'। ফলে তিনি আসরে থেকেও থাকতে পারলেন না, পরের বার এটি করা চলবে না)।

আসরের আহ্বায়ক দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (দুই বাঁড়ুয্যের ষড়যন্ত্র?!..)।

দুলালবাবুর স্বাগত ভাষণের পরেই শুরু হয়ে যায় আসর (চা-বিস্কুট হাতে নিয়ে)। উদ্বোধনী সঙ্গীত শোনালেন সুব্রতা সাহা। পরে আরও গান শুনিয়েছেন। পড়েছেন স্বরচিত কবিতা। সাংবাদিক হিসেবে দুলালবাবুকে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, 'বিজ্ঞান জগতের মানুষ হয়েও কেমন করে তিনি হৃদয়ের কথা বলার জগতে এলেন?' ছোট ছোট সংবেদনশীল কবিতা শুনিয়েছেন শিক্ষক, 'কচি কাঁচা সবুজ সাথী' পত্রিকার সম্পাদক বিধান সাহা। হৃদয়স্পর্শী কবিতা শুনিয়েছেন অনিমা বিশ্বাস। বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারও শুনিয়েছেন সাম্প্রতিককালে গ্রাম বাংলায় ঘটে যাওয়া নারী অত্যাচার নিয়ে হৃদয় বিদারক কবিতা। স্বপ্ন মঞ্জরীর সম্পাদক, শান্তনু সেনের 'আফ্রিকা' কবিতার আবৃত্তি ছিল অসাধারণ।

আবৃত্তিকার হিসেবে তাঁর কণ্ঠস্বরের মডিউলেশন এক কথায় বিরল প্রতিভারই নিদর্শন। শেফালি সরকার এদিন কবিতা থেকে সরে এসে শুনিয়েছেন উপভোগ্য মিষ্টি গল্প। বৃষ্টি নিয়ে ছোটদের জন্যে লেখা (প্রকাশিত) কবিতা শুনিয়েছেন সঞ্চালক। সম্প্রতি ত্রিপুরা ঘুরে এসেছেন প্রবীর নন্দী। ওখানে ত্রিপুরা রাজবাড়ি এখন মিউজিয়াম। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে বিশেষ সংগ্রহ কক্ষ রয়েছে সে বিষয়ে শ্রী নন্দী সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন। পরে পড়লেন অতি উপভোগ্য, ইতিহাস-তথ্যপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ-ত্রিপুরার রাজ পরিবারের বন্ধুত্বের উপরে মননশীল প্রবন্ধ। আসরে উপস্থিত জাদু সম্রাট পি. সি. সরকার (সিনিয়র)-এর স্নেহধন্য বরিষ্ঠ শৌখিন জাদুকর সতীপ্রদাস সরকার শোনালেন জাদু সম্রাটকে কাছ থেকে দেখার, কাছে পাওয়ার নানান উজ্জ্বল ঘটনার কথা। আর যথারীতি আসরকে জমালেন তাঁর 'কমলাকান্ত' পর্যায়ের দুর্দান্ত রম্যরচনা পাঠের মাধ্যমে এক ও অদ্বিতীয় রম্যরচনা লেখক (যদিও কবিতা, প্রবন্ধও লেখেন), 'তারুণ্য' পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল।

এছাড়া নানান জনের কবিতা-সাহিত্য পাঠের অতি সংবেদনশীল, গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে আসরকে করলেন ঋদ্ধ। সঞ্চালকের আহ্বানে কবিতার 'শরীর', তার 'সাজ' নিয়ে সুন্দর বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য রাখলেন দুলালবাবু। সংস্কৃতিপ্রেমী, আসরে উপস্থিত মাননীয় কস্তুরি চট্টোপাধ্যায় নানান জনের পাঠ নিয়ে সংক্ষেপে হলেও ভাল লাগার কথাই বললেন, কারণসহ। দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুর বার্তার সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিলেন তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বামীজিকে নিয়ে লেখা ইংরেজি কবিতার ল্যামিনেটেড কপি, যা অরুণবাবু গ্রহণ করলেন আলিপুর বার্তার তরফেই। এছাড়া গ্রহণ করলেন দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমৃদ্ধ একটি সাহিত্যপত্রিকা। আসরের সমাপ্তি ঘটল স্বামীজি, দ্য বেকন অফ লাইট কবিতাটির পাঠে। পাঠ করলেন স্বয়ং কবি দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এর চেয়ে এই সমৃদ্ধ আসরের আর কি ভাল সমাপ্তি ঘটাতে পারত আর কোনও কবিতা?

ও হ্যাঁ, এদিন সুকুমার মণ্ডলের একান্ত অনুরোধে বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার খালি গলায় দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে সবাইকে ম্যাজিকের মতন চমক দিলেন! তবে এসবই ঘটল দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উষ্ণ অভ্যর্থনার জাদুদণ্ডের পরশে...।

গোবিন্দা'র অভিনয়-এ রিচা শর্মা

প্রিয়ম গুহ:এবার নতুন রূপে গোবিন্দা'কে দেখা যাচ্ছে 'অভিনয় চক্রে'।

এক সৎ পুলিশ ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় কমেডিয়ান গোবিন্দা হয়ে উঠেছেন অ্যাকশন হিরো এবং দেখা যাবে গোবিন্দার অন্ধ স্ত্রী হিসেবে রিচা শর্মা'কে। এই সিনেমারই প্রমোশনে ৪ জুলাই পার্ক হোটেলের রক্সিতে গোবিন্দা বললেন, কলকাতার মানুষ সমাজ বিরোধীদের যেমনভাবে বিদ্রোহ করে ওঠে তাতে কলকাতার প্রত্যেকটি মানুষই একজন অ্যাকশন হিরো। এও তিনি বলেন, এই সিনেমা যুবকদের সমাজবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সৎভাবে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। কলকাতার মেয়ে রিচা শর্মা তাঁর প্রথম সিনেমা গোবিন্দা'র সঙ্গে করতে পেরে খুবই খুশি এবং গর্বিত। এই সিনেমাতে গোবিন্দা ও রিচা শর্মা ছাড়াও আছেন আশুতোষ রানা, মুরলি শর্মা, মাকারান্ড দেশপাণ্ডে, হরিশ কুমার চন্দ্রচূড় সিং।

নির্দেশনায় দীপঙ্কর সেনাপতি, প্রযোজনায় গোবিন্দা এবং মঙ্গল তারা ফিল্মস। অভিনয় চক্র কতটা দর্শকের মন কাড়বে তা ২৯ আগস্ট মুক্তি পাওয়ার পরেই বোঝা যাবে।

সমাজের দায়বদ্ধতা এবং প্রেমের অনাবিল অনুভূতি

নিজস্ব সংবাদদাতা: একই অঙ্গে হরেক রূপ। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ রায়ের দু'দুটি গ্রন্থ সমালোচনা করার সময় এই অভিব্যক্তিটাই প্রথমে প্রকাশ পায়। লেখকের 'এবং তর্জনী' নামক কাব্যগ্রন্থটি যেন প্রতিবাদের এক জীবন্ত দলিল। এই কাব্যগ্রন্থের নামও খুব সার্থক। তর্জনী তুলেই সমাজের বিভিন্ন অন্যায়, অত্যাচারের কথা আলোকপাত করেছেন লেখক। বস্তুত সাধারণ মানুষ যেভাবে সমস্যা নিয়ে জেরবার হচ্ছেন রোজ তা কবিতার আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন লেখক। এতে শাসকের শোষণ কাহিনী তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। পুঁজিবাদী শক্তির বিরোধিতা যেমন করা হয়েছে একইভাবে সাম্যবাদের ধ্বজা ওড়ানো মার্কসবাদীদের ছেড়ে কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ আপাতভাবে সমাজের মূল চিত্রটা কবিতার পরতে পরতে তুলে ধরা হয়েছে। আবার আশায় ভর করে লেখক জাদুকর পি. সি. সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, সমাজটা পাল্টে দেওয়ার। পাশাপাশি মাদার টেরিজা, মহাকাশচারী কল্পনা চাওলাদের প্রতি শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করা হয়েছে। কাব্যের সুললিত ভাষায় এইসব প্রবাদপ্রতীমদের স্মরণ করা হয়েছে।

অরূপ রতন

এই একই লেখক আবার তাঁর গল্পের সংকলন 'মনে রেখো'-তে অনেক বেশি জোর দিয়েছেন সম্পর্কের বাধুনীর উপর। এই সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার, অন্যের স্ত্রী'র প্রতি অনুরাগ, বৃদ্ধ বয়সে ভাল লাগার অনুভূতি, কাউকে পাওয়ার জন্য নিজের জীবনকে অবলীলাক্রমে শেষ করে দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। লেখকের কাব্যগ্রন্থ একদিকে যেমন শোষণের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে, তেমনই গল্প গাছার ক্ষেত্রে রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। এই বৈচিত্রই তাঁর লেখনীকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে। কোনও নির্দিষ্ট গতে বাধা লেখনী নয়, বৈচিত্রের সম্ভারই তাঁর লেখার বৈশিষ্ট। একমাত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুটি গ্রন্থের অজস্র ভুল বানান। আশা করা যায় পরবর্তী সংস্করণে এদিকে নজর দেবেন লেখক।

ফুটবল তীর্থে সাম্বার সলিল সমাধি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষপর্যন্ত সলিল সমাধি ঘটল সাম্বার। খোদ ফুটবল মক্কার দেশে এই বিপর্যয় কার্যত দিশেহারা করে দিয়েছে আম ব্রাজিলিয়ানদের। ব্রাজিলের এই পরাজয় শোকাহত সারা ফুটবল বিশ্ব। সারা পৃথিবীর মতো ভারতেও ফুটবলপ্রেমীরা প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন ব্রাজিলের এই হারে। এখনও বহু মানুষ যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না পেলের দেশের এই পরাজয়ের। পেলের পর জিকো, সক্রেটিস, ফালকাও, দুঙ্গা, কাফু, রবার্তো কার্লোস, রোমারিও, বেবেতোর মতো তারকারা মাতিয়েছে ব্রাজিল জুড়ে। এই ছোঁয়ায় অভিভূত হয়েছে তামাম ফুটবলভক্ত। সেই ব্রাজিলের এই পরিণতি নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে কাটাছেড়া। অনেকের ধারণা, ব্রাজিলের এই নির্লজ্জ পরাজয়ের পিছনে নির্ঘাত কোনও গোপন শক্তি লুকিয়ে রয়েছে। মূলতঃ মাফিয়া বা বেটিং চক্রীদের অনেকে দায়ী করছেন। তাও খেলার মাঠে ১-৭ গোলে হার এই দুঃখ কার্যত শতাব্দীর পর শতাব্দী পোষণ

করবেন সাম্বার জন্মদাতারা। অথচ, এবার যখন বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল খেলার চিত্রটাই ছিল আলাদা। প্রথম রাউন্ডে দুর্বল প্রতিপক্ষ পেয়েছিল বলে অনেকে বিদ্রূপ করেছে ব্রাজিলকে। তাও স্কোলারির দল একএক করে সব বাধা টপকে চলে এসেছিল সেমিফাইনালের গণ্ডিতে। এর আগেও বহুবার হিটলারের দেশ জার্মানির মুখোমুখি হতে হয়েছে ব্রাজিলিয়ানদের। নেইমার-সিলভা না থাকা সত্ত্বেও ব্রাজিল সমর্থকরা ধরে নিয়েছিলেন এই ম্যাচেও তাঁদের অশ্বমেধের ঘোড়াকে কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু জার্মানির জাত্যভিমান এবং পাওয়ার ফুটবল কার্যত বোকা বানিয়েদিল ব্রাজিলকে। অনেকে এমনও বলছেন, যে ব্রাজিলের এই রসাতলে যাওয়ার পিছনে কোচ স্কোলারি সবথেকে বড় ভিলেন।

স্কোলারিকে জাতীয় দলের দায়িত্ব থেকেও সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু অভিশপ্ত থেকে যাবেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলের কাছে পাঁচ গোল খাওয়ার দিনে এইভাবেই অভিশপ্ত হয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা গোলকিপার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়। স্কোলারি এবং তাঁর দলের মাথায় এই অপবাদ সারা জীবন থেকে যাবে। ব্রাজিলের এই প্রজন্ম যতদিন বেঁচে থাকবেন, তারা দুষবেন স্কোলারির নির্বুদ্ধিতাকে। কেন বিশ্বকাপ দলে রোবিনহো, কাকা কিংবা অভিজ্ঞ রোনাল্ডিনহোর জায়গা হল না, তা নিয়ে ব্রাজিল মিডিয়া ছিঁড়ে খাচ্ছেন স্কোলারিকে। অভিজ্ঞ কোচ এখন অবশ্য বুঝতে পারছেন তাঁর কেরিয়ার টাইটানিকের জাহাজের মতো ডুবন্ত। কোচের আরও একটি মুখোমুখি হল, খেলার আগেই হেরে যাওয়া। নিজের দলের দুর্বলতার কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করেছিলেন স্কোলারি। ভারতের প্রবীণ কোচ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোকাল টনিকের সামান্য আস্বাদন যদি তিনি পেতেন তাহলেও হয়তো ব্রাজিলকে এভাবে আত্মসমর্পণ করতে হত না। স্কোলারি হয়তো একা ঘরে বসে গুমরে গুমরে এইসব কথা ভাববেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। ব্রাজিলের অধঃপতনে যাওয়া নিয়ে আগামী দিনে হয়তো হলিউড কাপানো ছবিও তৈরি হবে। যার প্রধান ভিলেনের চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন স্কোলারির মতোই কোনও দুষ্ট মানুষ। ব্রাজিলের সাধারণ মানুষের কাছে স্কোলারি এখন জাতীয় অপরাধী। খেলার হারের জন্য যদি কোনও চরম শাস্তি থাকত। তাহলে স্কোলারিকে নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝোলানো হত। একটা নেইমারের না থাকা নিশ্চয়ই ব্রাজিলের পতনের কারণ নয়, বরং অসহায় একটা নির্বিষ দলের চরম উদাহরণ হল এবারের ব্রাজিল। সামনের চার বছর পর রাশিয়াতে আরও একটা বিশ্বকাপ হবে। ব্রাজিল নিজেদের ঝুলিতে ভরা পাঁচটা বিশ্বকাপের রেকর্ড নিয়ে হয়তো মস্কোতে যাবে। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবে অভিশপ্ত জার্মান ম্যাচের ট্র্যাক রেকর্ড। যা হাজারো ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে ঘষলেও উঠবে না।

খেলার পরিসংখ্যানের বিচারে দেখলে দেখা যাবে প্রথমার্ধেই পাঁচ গোল খেয়ে শয্যা নিয়েছিল ব্রাজিলের মহান তারকারা। আগামীদিনে হয়তো লা-লিগা, প্রিমিয়ার লিগ, বুন্দেশলিগাতে ব্রাজিলের এখনকার কয়েকজন খেলোয়াড় ঠাঁইও পাবেন। একইসঙ্গে তাঁদের সঙ্গী খেলোয়াড়দের প্রশ্নবাণ এবং কটাক্ষ তাঁদের অস্থির করে তুলবে। এই তো কিছুদিন আগেই সাম্বা নাচের ছন্দে মাঠের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছিল ব্রাজুকা। আজ মরীচিকার মতন নিজেদের ফুটবল ঐতিহ্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন পথভ্রষ্ট সাম্বার দিক নির্দেশকরা।

মহিলাদের টেনিসে সেট সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলাধূলায় এখন পুরুষদের পাশাপাশি রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মহিলারাও। তাঁরা আর শুধুমাত্র খেলনাবাটি কিংবা ঘর গৃহস্থালির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক খেলায় রেকর্ড স্থাপন করছেন মহিলারা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি খেলা হল টেনিস। এমনিতে টেনিস খেলার জন্য বেশ শক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এতো শক্তিশালী কোনও খেলা রপ্ত করা সম্ভব নয়। তার উপর আবার মহিলা হলে তো কথাই নেই। অথচ এখন টেনিস সার্কিটে সারা বিশ্বে দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রমীলা বাহিনী। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সবার আগে চলে আসত মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা'র নাম। শক্তি এবং স্কিল এই দুইয়ে ভরপুর ছিলেন এই আন্তর্জাতিক তারকা। নিজের খেলোয়াড়ি জীবনে এমন কোনও ট্রফি বা পুরস্কার নেই যা তিনি জেতেননি। বিশেষ করে উইম্বলডন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওপেন, ফরাসি ওপেন-সহ বিশ্বের তাবড় তাবড় সম্মান মার্টিনার পকেটে।

মার্টিনাকে কিছুটা ছুঁয়ে ছিলেন স্টেফি গ্রাফ। আরও এক টেনিস তারকা বরিস বেকারের এই স্ত্রী টেনিস খেলার দুনিয়ায় আজও এক স্মরণীয় নাম। হালফিলে অবশ্য টেনিস দুনিয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছেন দুই উইলিয়ামস বোন। সেরেনা এবং ভেনেস উইলিয়ামসকে এখনকার মহিলা টেনিসের রাণী বলা হয়। ভারতের সানিয়া মির্জাও টেনিস দুনিয়ায় একটি নাম। তবে যত না খেলার জন্য সানিয়া প্রচার পেয়েছেন, তার থেকেও অনেক বেশি শিরোনামে এসেছেন তাঁর গ্ল্যামার এবং সৌন্দর্যের জন্য। এতকিছু সত্ত্বেও মহিলাদের টেনিস কিন্তু একটা ব্যাপারে রীতিমতো অজ্ঞ থেকে গিয়েছে। বলা যেতে পারে, মহিলাদের টেনিস এখনও অপূর্ণ রয়েছে। পুরুষদের যে কোনও টেনিস ম্যাচের ক্ষেত্রে পাঁচটি সেটের লড়াই হয়। যদি কোনও পুরুষ প্রতিযোগী টানা তিনটি সেট জেতেন তবে অবশ্য চতুর্থ সেটের প্রয়োজন হয় না। এখানেই পিছিয়ে রয়েছে মহিলাদের টেনিস দুনিয়া। এখনও পর্যন্ত যে কোনও আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টে মহিলাদের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তিনটি সেট সর্বাধিক। কেউ যদি টানা দুটি সেট জেতেন তবে তৃতীয় সেটটি নিষ্প্রয়োজন হয়ে যায়। অর্থাৎ এই তিন সেটের লড়াইয়ে যদি দুই প্রতিপক্ষ একটি করে জেতেন তবে তৃতীয় সেটটি ফয়সালার আসর হয়ে ওঠে। ইদানিং মহিলা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এই ব্যাপারে নড়েচড়ে বসেছে। তাঁদের বক্তব্য, পুরুষদের সঙ্গে যদি আমরা সমানাধিকার দাবি করি তাহলে টেনিসের ক্ষেত্রেইবা মহিলারা পিছিয়ে থাকবেন কেন? এই ভাবনা থেকেই পাঁচ সেটে মহিলাদের টেনিস সংগঠিত করার চিন্তাভাবনা চলছে। যদিও এখনও পর্যন্ত সরকারি শিলমোহর মেলেনি তবে অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় মহিলারাও পাঁচ সেটের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন।

জয়ের উল্লাসে...

শেষ পর্বে পৌঁছে গেল ব্রাজিল বিশ্বকাপ। গত এক মাস যাবৎ বহু ভালো এবং মন্দ মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছে ফুটবল বিশ্ব। বিপক্ষ ফুটবলারদের কামড়ে দেওয়ার অভিযোগে সুয়ারেজের শাস্তি, মেরুদণ্ডের গুরুতর আঘাতে টুর্নামেন্ট থেকে নেইমারের ছিটকে যাওয়া এবং সর্বোপরি জার্মানির কাছে ব্রাজিলের সাত গোল খাওয়া। এর পাশাপাশি মেসি-মুলাররাও আমাদের স্মরণে থাকবেন।

ছন্দাকে আদর্শ করে দুর্গম অভিযানে কামারহাটির পর্বতারোহীরা

বৈশালী সাহা

মানুষের দুঃসাহসিক ট্রেকিং যখন আমাদের মনে আসে, তখন আমাদের মনে যা প্রথম স্থান পায় তা হল হিমালয়। হিমালয় যুগে-যুগে মানুষকে দিয়েছে হাতছানি আর মানুষ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি দিয়েছে সেখানে, কেউ বা ফিরেছে, কেউ বা সমাহিত হয়েছে হিমালয়ের কোলে। যার সাম্প্রতিক জলজ্যান্ত উদাহরণ এই বাংলার ডাকাবুকো মেয়ে ছন্দা গায়েন। দুর্গম গিরিকে জয়করেও প্রকৃতির কোলেই হয়তো ঠাঁই হয়েছে তাঁর। কিন্তু তাতে মানুষের উৎসাহের বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েন। আর তারই উদাহরণ দিতে চলেছে কামারহাটি ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেকার্সরা। ছন্দা গায়েনের নিখোঁজ হওয়ার দু মাসের মধ্যেই ৮ জনের একটি দল পাড়ি দিতে চলেছে ২০,১৮২ ফুট (৬,১৫৩ মিটার) ও উচ্চতার স্টক কাংরিতে। হিমালয়ের ট্রেকিং রেঞ্জে যে অঞ্চলগুলি ঘন-ঘন ব্যবহৃত হয় তা হল লে, লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর। লে, লাদাখের জনপ্রিয় ট্রেকগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ট্রেকিং হল সিন্ধু উপত্যকা ট্রেক, মার্কা ভ্যালি ট্রেক, জানসর ট্রেক, মধ্য ট্রেক। আর এই অঞ্চলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও চ্যালেঞ্জিং ট্রেক হল স্টক কাংরি চূড়া, স্টক কাংরি ২০,১৮২ফিট হিমালয়ের স্টক রেঞ্জের সর্বোচ্চ পর্বত, এটা লে জেলা থেকে ২৪ কিলোমিটার। যদিও ট্রেকিং রুটটি সুন্দর, কিন্তু আজ পর্যন্ত খুব কম মানুষই স্টক কাংরির শিখরে পৌঁছাতে সফল হয়েছেন। তাই সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসে এই রুটে ট্রেক করতে। স্টক কাংরির উচ্চতা মাউন্ট এভারেস্ট এর উচ্চতার প্রায় ৭০ শতাংশ। এই অঞ্চলের ট্রেকিং এর জন্য সময় জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে। এই ট্রেকের জন্য চাই শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা।

এখানকার আবহাওয়ার সাথে শরীর মানিয়ে নেওয়াটা খুবই জরুরি। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে শারীরিক অবস্থা রপ্ত না হওয়ায় বহু মানুষই বেস ক্যাম্প থেকে ফিরে আসেন। লের মধ্যে এই ট্রেক বিশেষ করে কঠোর ট্রেকারর্সদের জন্য এবং উদ্যমভরা মানুষের জন্য বোঝানো হয়।

কামারহাটি ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি বহু পুরনো ট্রেকিং ক্লাব। বেলঘরিয়ার কামারহাটিতে অবস্থিত এই ক্লাবটি প্রায় প্রতিবছরই একটি এক্সপিডিশন আয়োজন করে। অতীতে এরা কালাপাথর, চতুরঙ্গী, ইউনাম যাওয়াং, ফুটেড এবং আরও অনেক কঠিন ট্রেক করে এসেছে। ক্লাবের সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন, আগামী ২৭ জুলাই ৮ জনের একটি দল কালকা মেলে চড়ে পাড়ি দিতে চলেছে স্টক কাংরি শৃঙ্গে। প্রায় ১ মাসের এই ট্রেকিং-এ লে, লাদাখ হয়ে পৌঁছে যাবে গন্তব্যস্থলে। প্রথমে এই দল মার্কাভ্যালি ট্রেক করবে এবং সেখান থেকে পৌঁছে যাবে স্টক গ্রামে। এর পরবর্তী গন্তব্যস্থলে মনোকর্মা পর্বতের নিকট মনোকর্মা শিবির। চিত্তাকর্ষক এই মনোকর্মা পর্বতমালা রক্তবর্ণ। এটি প্রায় ২০০ ফুট সমুদ্রতলের উপরে অবস্থিত। আর এখানেই হবে স্টক কাংরির রেস ক্যাম্প। আর এখান থেকে ট্রেকার্সরা শুরু করে তাদের যাত্রা। ১৯ আগস্ট জম্মু হয়ে এই দল ফিরে আসবে কলকাতায়। বাংলার এই অদম্য উৎসাহী পর্বতারোহীদের জন্য রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মনের খেয়াল

দেবকান্তি চক্রবর্তী, ষষ্ঠ শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট স্কুল

*ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা **JPEG** ফরম্যাটে*

ম্যাজিক মোমেন্ট

জল পড়া আর না পড়ার ম্যাজিক

শ্যামল কুমার (জাদুকর)

দর্শকের চোখে জাদুকর একটা খালি পাউটারের কৌটো দেখালেন, যার মুখে অনেক ফুটো আছে। তিনি এই ফুঁটোগুলোর ভিতর দিয়ে কৌটোতে একটা পাত্র থেকে বেশ কিছুটা জল ঢাললেন। তারপর পাত্রটা রেখে দিয়ে জলভর্তি পাউডারের কৌটোটা আসতে আসতে উল্টো করে ধরলেন, ফলে কৌটোটা থেকে ফুটোগুলো দিয়ে ঝিরঝির করে জল পড়তে লাগল। হঠাৎই জাদুকর জোরে জোরে বললেন, 'জল পড়া বন্ধ হোক' আর কি আশ্চর্য, জল পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আবার যেই বললেন, 'জল পড়ুক' অমনি জল পড়া শুরু হয়ে গেল। জাদুকর এই ব্যাপারটা বেশ কয়েকবার করলেন। তারপর কৌটোটা থেকে বাকি জল পাত্রে ঢেলে দিয়ে খেলা শেষ করলেন, দর্শকেরা খুবই অবাক হয়ে গেলেন।

কৌশল: এই লেখার সঙ্গে ছবিটা দেখবে। দেখতে পাবে কৌটোটার গায়ে প্রায় নিচে পেরেক দিয়ে একটা একটু বড় মাপের ফুটো করা আছে। কৌটোতে জল ভরা। ফুটোটা হাতের প্রথম আঙুল দিয়ে চেপে ধরে উল্টো করে ধর দেখবে জল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। আবার আঙুলের চাপ হাল্কা করলেই জল পড়া শুরু হয়ে যাবে। বুঝতেই পারছ, সবটা হচ্ছে বাতাসের ম্যাজিক

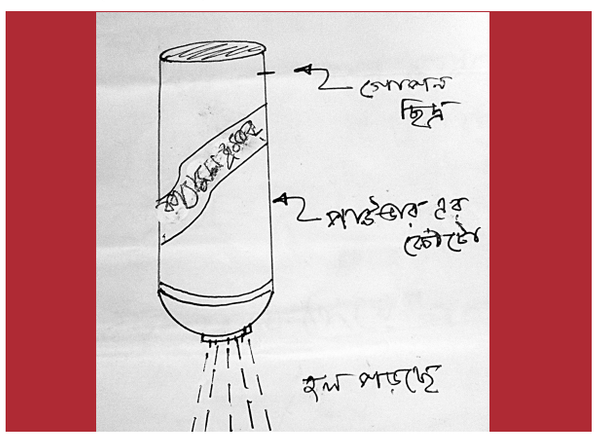

জেনে রেখো

সত্যরঞ্জন বক্সী

জন্ম: ১৬ জুলাই, ১৮৯৪

১৯১১ সালে মাতুল বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের লেখাপড়া তথা বিপ্লবের প্রথম পাঠ। সাহিত্য প্রতিভার সূত্র ধরে দেশবন্ধুর সাহচর্য লাভ এবং সাহিত্য উৎকর্ষের পুরস্কারস্বরূপ দেশবন্ধু কর্তৃক ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে সিম্পসন হত্যার পর পুলিশের কাছে সত্যরঞ্জনের আসল রূপ প্রকাশ পাওয়ায় ১৯৩২ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়। ১৯৪০ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে, তাতে যোগ দেন। তাঁরই বিচক্ষণতায় ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'নেশন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত United Socialist Organisation এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ওই বৎসরই তিনি Constituent Assembly-র সভ্য হন।

ধাঁধা

জলেই জন্ম তার জলে বাস করে,
মনুষ্যে কাটিয়া তারে রাখে করে করে।
জীবিতে কোনওদিন শুনি নাই রব,
মরিলে শব্দ হয় বড়ই অসম্ভব।

দুর্গাদাস সরকার

*উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে **9038640030** এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ১৭.০৭.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।*

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।